NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিস্মৃতির গহ্বরে নারী শিক্ষার অন্যতম বঙ্গ-মনীষী মদনমোহন তর্কালঙ্কার

কোনওরকম টাকা না দিয়েই নেটফ্লিক্সে সিরিজ দেখবেন কিভাবে ৮

কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৫ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.3.2025, Vol.18, Issue No. 269 8 Pages, Price 3.00

এক আইডি, একাধিক ভোটার ইস্যুতে উত্তপ্ত সংসদের দুই কক্ষ

ওয়াক আউট তৃণমূলের, সরব কংগ্রেসও

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: সোমবার থেকে সংসদে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই এপিক নম্বর বিতর্কে কেন্দ্রের উপর চাপ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন বিরোধীরা। এ ক্ষেত্রে বিরোধী জোটের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেল বাংলার শাসকদল তৃণমূলকে। আগামী মঙ্গলবার তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য আহ্বায়ক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে ১০ জনের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে যাওয়ার কথা রয়েছে।

একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার থাকার অভিযোগে এ বার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। সোমবার লোকসভায় বক্তৃতায় 'ত্রুটিপূর্ণ' ভোটার তালিকার অভিযোগ তোলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তা নির্বাচনী আচরণবিধিরই ২০ নম্বর ধারার পরিপন্থী। কমিশন ঠিকমতো কাজ করছে না বলে অভিযোগ কল্যাণের। এর জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে কোনও নির্বাচন স্বচ্ছ ভাবে হয়নি। কমিশন ঠিকমতো কাজ করেনি বলে অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের। এই ধরনের ঘটনা দেশের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের বলেই মনে করছেন তিনি।

একই এপিক (সচিত্র পরিচয়পত্র) নম্বরে একাধিক নাম থাকার অভিযোগে গত কয়েক দিন ধরেই সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকশিবির। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এই বিষয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের সজাগ করে দিয়েছেন। লোকসভায় কল্যাণ বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রথম এই বিষয়টি তুলে ধরেন। 'ডুপ্লিকেট' ভোটার কার্ডের অনেকগুলি তথ্য পাওয়া গিয়েছে।' তাঁর দাবি, গুজরাত এবং হরিয়ানার 'ভোটার'দেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বাংলায়। কল্যাণের বক্তব্য, আগে এই ধরনের ঘটনা ঘটত না। গত কয়েক বছর ধরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই ভোটারেরা বাংলায় কোথা থেকে এলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূল সাংসদের। তাঁর অভিযোগ, কমিশন বিভিন্ন নির্বাচনের সময়ে স্বচ্ছ ভোটের কথা বললেও আসলে গত কয়েক বছরে কোনও নির্বাচনই স্বচ্ছ ভাবে হয়নি।

কল্যাণ বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা স্পষ্টতই নির্বাচনী আচরণবিধির ২০ নম্বর নিয়মকে লঙ্ঘন করছে। নির্বাচন কমিশন সবসময় বলে আসছে যে তারা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন করছে। তবে এটা স্পষ্ট যে গত কয়েক বছর ধরে কোনও স্বচ্ছ নির্বাচন হয়নি, কোনও সুষ্ঠু নির্বাচনও হয়নি। নির্বাচন কমিশন সঠিক ভাবে কাজ করেনি। এই কারণে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' নির্বাচনীবিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ পরে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ওই নিয়মে বলা রয়েছে, এক জন ভোটারকে কার্ড দেওয়া হবে। তাতে একটি নম্বর থাকবে। তা হলে কী করে একই নম্বরে একাধিক ভোটার কার্ড দেওয়া হয়? এখানেই ওই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে।'

শিল্ড জয়ের আনন্দে প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসুকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত।

বিরোধীদের কণ্ঠরোধের অভিযোগ, উত্তাল বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধীদের কণ্ঠরোধের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হল বিধানসভার অধিবেশন অশালীন আচরণের অভিযোগে ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অধ্যক্ষের নির্দেশে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ এবং মনোজ ওঁরাওকে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। যার প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করে বাইরে বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এর আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করেছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এ দিন অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না বিরোধী দলনেতা। বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ, দীপক বর্মনকে বিধানসভার কার্যবিধি অনুসারে ৪০ দিন বা এই অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করার প্রস্তাব করেন। অধ্যক্ষ ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সোমবার ছিল রাজ্যে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিন। সেদিনই বিজেপির ধারাবাহিক প্ররোচনায় অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অশালীন আচরণের অভিযোগে ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অধ্যক্ষের নির্দেশে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ এবং মনোজ ওঁরাওকে মার্শাল দিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দিতে হয়। যার প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করে বাইরে বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এর আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করেছিলেন

সাসপেন্ড দীপক বর্মন

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এ দিন অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না বিরোধী দলনেতা। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের পাল্টা পদক্ষেপ কী হবে, তা ঠিক করতে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বৈঠকে বসে বিজেপি-র পরিষদীয় দল। পরে তিনি জানান, বিধানসভার প্রবেশ পথে প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে তিনটে পর্যন্ত ধর্না দেওয়া হবে।

পাশাপাশি, অধ্যক্ষের অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং কণ্ঠ রোধের চেষ্টার প্রতিবাদে ১৯তারিখ বারুইপুরে বিজেপি বিধায়করা পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাবে। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতা ও মুখ্য সচেতককে সাসপেন্ড করার কারণে অধ্যক্ষের কাছে পরিষদীয় দলের বক্তাদের নামের তালিকা জমা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বাকি বিধায়করা মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে আক্রমণ, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি জানাবে এবং মুলতুবি প্রস্তাব আনবে। এরপর পরশুদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা ও বিরোধী দলনেতা-সহ বিজেপি বিধায়কদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে মুলতুবি প্রস্তাব আনবে।

সোমবার বিধানসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছিল। তা নিয়ে নিজের বক্তব্য রাখছিলেন খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়ে হিরণ কটূ মন্তব্য করেন। পিএসসি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের টাকা কোথায় যাচ্ছে? সেই প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়ক। তাতে স্পিকার আপত্তি তোলেন। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিরণের কথাকাটাকাটি শুরু হয়। হিরণ অভিযোগ জানান, স্পিকার তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিচ্ছেন। হিরণের পাশে দাঁড়িয়ে লাগাতার স্লোগান দিতে থাকেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ফালাকাটার দীপক বর্মন, কুমারগ্রামের মনোজ ওরাওঁরা। প্রবল হইহট্টগোল শুরু হয়। স্পিকার বারবার তাঁদের থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। উলটে দীপক বর্মন স্পিকারকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোঁড়েন বলে অভিযোগ।

এরপরই স্পিকার মার্শালকে ডেকে বিধায়কদের বের করে দেওয়ার কথা বলেন। আর কাগজ ছোঁয়ার অভিযোগে দীপক বর্মনকে গোটা অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দেন। বাকি দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও মনোজ ওরাওঁকে মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়া হয় বলে খবর। অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা। বেরিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, দলীয় বিধায়কদের নিয়ে রাজভবনে যাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ ফের উত্তপ্ত যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সকাল থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। এদিন সকালে যাদবপুরকাণ্ডের ন'দিনের মাথায় ক্যাম্পাসে এসেছিলেন যাদবপুরের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তথা তৃণমূল প্রভাবিত অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। বিভাগে ঢোকার মুখেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। ওমপ্রকাশের ঘরের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে মাটিতে বসে পড়েন পড়ুয়াদের একাংশ। বিশৃঙ্খলা এড়াতে সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ওমপ্রকাশ ঢোকার মুখে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আশপাশে সাদা পোশাকেও প্রচুর পুলিশকর্মী ছিলেন। গত শনিবার খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, তিনি শিক্ষাঙ্গনে পুলিশি নিরাপত্তা চান না। অথচ, ওমপ্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার দিন বদলে যায় সেই চিত্র। যদিও ওমপ্রকাশ দাবি করেন, তিনি পুলিশ ডাকেননি। কর্তৃপক্ষও পুলিশ ডাকেননি বলে দাবি। তা হলে কে ডাকল পুলিশ, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়।

প্রায় চার ঘণ্টা পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে বেরোন উর্দিধারী ও সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা। তবে সোমবার সকালে কে বা কারা ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকেছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। ছাত্র থেকে অধ্যাপক; সকলেই এক বাক্যে বলছেন, ২০১৪ সালের 'হোক কলরবে'র দীর্ঘ এক দশক পর এই প্রথম ক্যাম্পাসে পা পড়ল পুলিশের। শিক্ষাঙ্গনে কেন পুলিশি প্রহরার প্রয়োজন হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন পড়ুয়ারাও।

এর পরেই সহ-উপাচার্যের কাছে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশকে বের করে

ব্রাত্যর গাড়ির ফরেনসিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ওয়েবকুপার বার্ষিকী সভা, সেখানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর যোগদান। তারপরে ছাত্রভোটের দাবি বাম ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন। সব ঘিরে একেবারে উত্তাল পরিস্থিতি। তারপরেই আবার ভিড়ের মাঝে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে আহত হন প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়। সেই ঘটনার পর ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল খোদ হাইকোর্ট।

সোমবার আবার সেই সরগরম আবহেই হয়ে গেল শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ফরেনসিক পরীক্ষা। সূত্রের খবর, কোথায় ধাক্কা লেগেছে, কীভাবে ধাক্কা লেগেছে, কী কী ক্ষতি হয়েছে, সেই সব উত্তর পেতেই শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ফরেন্সিক পরীক্ষা সেরে নিল পুলিশ।

'আজাদ কাশ্মীর', মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার দেওয়াল লিখন ঘিরে বিতর্ক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটের কাছে লেখা হয়েছে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান। মুক্ত প্যালেস্তাইনেরও দাবি জানানো হয়েছে। এই দেওয়াল লিখনের নিচে লেখা রয়েছে অতি বাম ছাত্র সংগঠন পিডিএসএফ-র নাম। আর এই দেওয়াল লিখন ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই ঘটনায় কলকাতা একটি পুলিশ কেস ফাইল করেছে বলে খবর।

আদালতের দ্বারস্থ পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১০ দিন ধরে তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরিস্থিতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নতুন মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করেন উদ্দীপন কুণ্ডু নামে এক পড়ুয়া। তাঁর অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের নামে পড়ুয়াদের বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে পুলিশ। হেনস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিধানসভার আগেই তৃণমূলে শুভেন্দুর 'দুর্গের' তাপসী মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য বিজেপিতে বড়সড় ধাক্কা। বস্তুত, এ বার সরাসরি 'ভাঙন' শুভেন্দু অধিকারীর ঘরেই। ভোটের প্রস্তুতিতে এক বছর আগে থেকেই কোমর বাঁধা শুরু হচ্ছে বলে যখন দাবি করছে বিজেপি, তখন দল ছেড়ে তৃণমূলে চলে গেলেন তাদের বিধায়ক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে সোমবার তৃণমূল ভবনে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শাসকশিবিরে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল ভবনে সোমবার বিকেলে তাপসীর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাঁচ বছরের মধ্যেই বিজেপি-ত্যাগ প্রসঙ্গে তাপসী বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতি চলছে। দেখতে পাচ্ছি মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করছেন। আমার পক্ষেও এই রাজনীতি মেনে নেওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল।' তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কারণ হিসাবে তাপসী হলদিয়ার উন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেন। তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আঙুল তোলেন তিনি। বলেন, 'ওঁর মাধ্যমেই আমাকে কোণঠাসা করা হচ্ছিল। বাইরে থেকে এসে সকলের সঙ্গে বিরোধিতায় জড়াচ্ছেন।' ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে বিজেপি পর্যুদস্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বিজেপির অবস্থা কিছুটা 'সম্মানজনক' হলেও গোটা দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির শোচনীয় পরাজয় দেখা গিয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল শুধু শুভেন্দুর নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। বিধানসভা এবং লোকসভা; দু'টি নির্বাচনেই ওই জেলায় তৃণমূলকে পিছনে ফেলেছিল বিজেপি। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরাজিত হয়েছিলেন নন্দীগ্রামে। সেই জেলাতেই তৃণমূল 'প্রত্যাঘাত' করল বলে দাবি শাসক শিবিরের। দক্ষিণবঙ্গে যে জেলাকে বিজেপির 'দুর্ভেদ্য দুর্গ' হিসেবে দাবি করা হচ্ছিল, সেখানেই তৃণমূল ভাঙন ধরিয়ে দিল।

তাপসীকে পাল্টা তোপ শুভেন্দু-অভিজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাপসী মণ্ডল এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংঘাত আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। এ বার বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও মন্তব্য করলেন তমলুকের বিধায়ক তাপসী। তবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়ে। শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপি ছেড়ে সেই শুভেন্দুর উদ্দেশেই ক্ষোভ উগরে দিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। সেই সঙ্গে এ-ও জানালেন, তাঁকে বিজেপিতে 'কোণঠাসা' করে দিয়েছিলেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাল্টা

হলদিয়ার বিধায়ককে 'জঞ্জাল' বলে কটাক্ষ করেছেন অভিজিৎ। তাঁর কথায়, 'একটা জঞ্জাল জঞ্জালের ভ্যাটে গিয়ে পড়ল। ওঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি একটা হয়েছিল। আমি আমার চেম্বার থেকে বার করে দিয়েছি। কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের লেকচার শুনতে আমি রাজি নই।' আর তাপসীর তৃণমূলে যোগদান নিয়ে শুভেন্দু একটি 'কারণ' জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে বিজেপির জাতীয় নেতারা একটি সার্কুলার জারি করেছেন। তাতে আর কোনও বিজেপি বিধায়ক জেলা সভাপতি হতে পারবেন না। সেটা জেনেই তাপসী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Poulami Singha Roy D/o. Samir Kumar Singha Roy গত ইং ০৩/০৩/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sarah Sultana নামে পরিচিত হইয়াছি। ১০/০৩/২০২৫ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে Sarah Sultana ও Poulami Singha Roy D/o. Samir Kumar Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯২২ নং এফিডেভিট বলে Ranjan Majhi S/o. Rahim Majhi ও Ranjan Desali S/o. Rahim Desali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Adhir Kumar Biswas ও A. Kr. Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Amit Mahalanabish S/o. Anil Mahalanabish ও Amit Kr Mahalanabish S/o. A. Mahalanabish সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abdul Mannan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Mohammad Yasin ও Sk A Iyasin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanta Pakhira ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shambhu Pakhira ও S. N. Pakhira উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই মার্চ। ২৬ শে ফাল্গুন। মঙ্গল বার। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২৪৪ নং এফিডেভিট বলে Adhir Kumar Chatterjee S/o. Brojendranath Chatterjee ও Adhir Chatterjee S/o. B. N. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১১০ নং এফিডেভিট বলে Anup Kumar Sheet S/o. Ajoy Sheet ও Anup Kr. Sheet S/o. A. Kr. Shet সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৭ নং এফিডেভিট বলে Sudipto Haldar S/o. Dipak Haldar, Sudipta Halder S/o. Dipak Halder, Sudipto Haldar S/o. Dipak Haldar ও Sudipta Haldar S/o. Dipak Haldar, Sudipto Halder S/o. Dipak Halder (Father) & Suparna Haldar & Suparna Halder (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Kumar Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gour Chandra Saha ও G. K. Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ **S.D.E.M.**, সদর, হুগলী কোর্টে ২০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarapada Das ও P. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Sonali Sikder D/o. Sahadeb Sikdar Residing at Baguiati have changed my name and shall henceforth be known as Sonali Sikdar as declared before the Notary Public Calcutta High Court, West Bengal vide Affidavit No. 7978 Dated 10/03/2025. Now Sonali Sikder and Sonali Sikdar both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SRI PARAMESHWAR SHAW S/O Late Bakey Prasad Shaw residing at 99, S.P. Banerjee Road, P.S.- Baranagar, Alam Bazar, Kolkata-700035 do hereby declare vide affidavit no. 11210 filed in the Court of the 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah dated 29.11.2023 that my real name is PARAMESHWAR SHAW and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my ESI record vide IP No. 4005500442, my nick name KUSHIL SHAW has been recorded inadvertently. PARAMESHWAR SHAW and KUSHIL SHAW is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Jinnat Ali Biswas 5-3-25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Jinnat Ali Biswas ও Junjion Musaruddin Biswas একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Jinnat Ali Biswas.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শাকিলা বানু**, পিতা - মরহুম আব্দুল বাসেদ, স্বামী - আনসুর রহমান, সাং - কৃষ্ণ বাজার, পোঃ ও থানা - মেমারী, জেলা - পূর্ব বর্দ্ধমান, পিন নং - ৭১২১৪৬। বিগত ইংরাজীর ২৯/০২/২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I - ৯২৭/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**ইকবাল আহমেদ**, পিতা – মরহুম আব্দুল বাসেদ) সাং - ডাঙ্গাপাড়া, পোঃ - পাঁচগড়া, পান্ডুয়া হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ০২/০৫/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ১৯৮৮/২০২৪ নং দলিল মূলে **সেখ নিয়ামত আলি**, পিতা সেখ ইব্রাহিম, সাং – ডাঙ্গাপাড়া, পোঃ - পাঁচগড়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি ।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা তোরগ্রাম, জে. এল. নং ২৭, হাল. এল. আর. ৪৯৪ খতিয়ানে ১) সাবেক দাগ নং ১৩৩৭ তথা হাল ১৪২৪ নং দাগে শালি জমি ১ আনায় ১৯ (উনিশ) শতক । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **সেখ নিয়ামত আলি**, পিতা - সেখ ইব্রাহিম, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন । ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিঙ্গপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।

ইতি- **ইকবাল আহমেদ**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল ১) আবুল হক পিতা আব্দুল করিম সেখ ২) জেসমিন নেহার ক্লি ও পেট্রা স্বাঃ আবুল হক সাং বদরপুর, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ 4431/2020 A.D.S.R Berhampore দলিল বরাবর Power of Atorny Holder রাকেশ সেখ পিতা "গাজল সেখ Power No 180/2018 A.D.S.R Berhampore ও 129/2018 A.D.S.R Berhampore মূলে বিক্রয় করেন। মৌজা শিবডাঙ্গা বদরপুর ৭৯ খঃ নং ১১৩২৮ হইতে ১১৩৩৯ দাগ নং ৬০৩ পরিমান .৪৭০ একর ক্রয় সম্পত্তি । উক্ত ব্যক্তি বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল বন্দনা সরকার স্বাঃ রনজিৎ সরকার সাং ভাকুড়ী পোঃ চালতিয়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ দলিল নং ৫৪৫৮/০৬.০১.২০০১ A.D.S.R সুভাষচন্দ্র সাহা দিং Power of Atorny মিলি মজুমদার স্বাঃ সমর কুমার মজুমদার সাং ৩৫ নং মান কুমারী রোড থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ মৌজা চালতিয়া ৮১ খঃ নং ১২২৪, দাগ নং ৫৪৩, ৫৪৫ পরিমান ০.০২৯৫। উক্ত Power Holder বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল হাবিব আল হাসান পিতা "গোলাম জিলানী সাং গোপীপুর, পো ও থানা বড়ঞা, জেলা মুর্শিদাবাদ দলিল নং ১৩৭৫৫/২১.০৭.২২ বরাবর Power of Atorny Holder মাহারুন নেসা স্বাঃ নুর আলম সেখ সাং উত্তরপাড়া মোড়, পোঃ রাধারঘাট, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ Power No ৫৪২৮/২০২০ SR Berhampore, উক্ত Power Holder এর বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মৌজা গোপজান ১৮ নং খঃ নং ৪৮২৬ দাগ ৯৩৩৫ পরিমান .০১৬৫ খরিদা সম্পত্তি হইতেছে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, (১) শ্রী রাজেশ ঘোষ, পিতা- বিশ্বনাথ ঘোষ, (২) সমর হালদার, পিতা- সন্তু হালদার (৩) সমরেশ ঘোষ, পিতা- আনন্দমোহন ঘোষ ইং- 11/11/2022 তারিখে IV-178/2022, IV-179/2022 দুটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা মূলে 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R-16300, 17252, 17403, 18023, 18034 নং খতিয়ান হইতে L . R -19103 দাগে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে ইং-17/10/2023 তারিখে- I-10729/2023 নং কোবলা দলিল মূলে .0248 একর এবং ইং- 06/09/2024 তারিখে I -9150/2024 নং কোবলা দলিল মূলে .0413 একর এবং ইং- 06/09/2024 তারিখে I-9151/24 নং কোবলা দলিল মূলে .0413- একর এবং উক্ত একই খতিয়ান হইতে L.R. 19104 নং দাগে ইং 25/04/2023 তারিখে I-4385/2023 নং কোবলা দলিল মূলে .0734 একর জমি বিক্রয় করিয়াছি উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকলে 30 দিনের মধ্য কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O অফিসে এসে সোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল অনিক চন্দ্র মন্ডল, পিতা ৺নবদ্বীপ চন্দ্র মন্ডল মহাশয় গত ইং- ২৭/ ১০/ ২০০৫ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, সিডি ভ্যলুম নং-১১, পাতা নং ১৫৭ হইতে ১৬১, বিয়িং নং-৭১০ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে লক্ষ্মীকান্ত মুখার্জ্জী, পিতা রাজকৃষ্ণ মুখার্জ্জী মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা (জে.এল. নং ১০৭) মৌজার সাবেক ৮৫০ নং হাল ১৫৬৬ নং খতিয়ানে সাবেক ৫৯৯ নং দাগের হাল ৬২৬ নং দাগের অংশে ৮ ছটাক ৩৬ বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ তথা অজিত পাল, শম্ভুনাথ দাস, প্রসুন বিদ্যাপ্ত, সৌমিত্র সাঁতরা, লিপিকা সাঁতরা, গৌতম কর, শুভঙ্কর পাল, সৌভিক পাল, রিঙ্কু ধাড়া, সৌমদীপ পাল, শীতলা মালিক, সুপ্রীতি গুছাইত, শ্রীমতী মিঠু পাল, পূর্ণিমা বাউরী এবং জয় পাল সকলে হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ (জে.এল নং ১) সুলতানপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ২২৪ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তিটি মায়া ঘোষ, গীতা বোস এবং রানু দে হাওড়া এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৩১৬/২০২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে নমিতা বোস ও জয়িতা সরকার উভয়কে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত নমিতা বোস ও জয়িতা সরকার উপরোক্ত রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলবলে আমার উক্ত মক্কেলগণকে ২০২৫ সালে একাধিক রেজিষ্ট্রীকৃত যথা ৮২০/২০২৫, ৮২১/২০২৫, ৮২২/২০২৫, ৮২৮/২০২৫, ৮১৭/২০২৫, ৮১৮/২০২৫, ৮১৯/২০২৫ নং দলিলমূলে এবং ২০২৪ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৯০৩/২০২৪, ৪৯০০/২০২৪, ৪৯০২/২০২৪, ৪৯০১/২০২৪, ৪৮৯৯/২০২৪, ৪৯০৪/২০২৪, এবং ৪৮৬১/২০২৪ নং দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah Court
Reg-No-WB-1593/2018

=বিজ্ঞপ্তি=

পাওয়ার গ্রহীতা:- স্ত্রী ইন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায় পিতা- স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায় ৮/২ বি রামকৃষ্ণ বাগচি লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, থানা-বড়জোড়া (বিডন স্ট্রিট)। পাওয়ার দাতা:- ১) শ্রী বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২) শ্রী রামনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মেদিনীপুর গ্রাম, ওন্দা, বাঁকুড়া। ৩) শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী স্বামী-শ্রী নারাণ চক্রবর্তী, যথিবনা, পোস্ট-থানা-নাকাশিপাড়া, জেলা নদিয়া। কোবালা গ্রহীতা- শ্রী বাবলু পাল, পিতা-স্বর্গীয় কুচিল পাল গ্রাম-দাতিনা পুরুষোত্তমপুর, পোস্ট-মেদিনীপুর, থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া পাওয়ার নং-IV 2629 Date 16.05.2005 R.A. কলকাতা, পরিমান-৫৩ শতক, জে.এল- ১৮৫, মৌজা- দাতিনা পুরুষোত্তমপুর, দাগ-৮০, ৪৫৪, ৫১৪ পরিমান-৪৩ পূর্ন ১/২ শতক, জে.এল নং- ২৩০, মৌজা-প্রজাবাইদ, খতিয়ান-২৬৬, দাগ-৬৪, ৭৭ পরিমান-৯ পূর্ন ১/৩ শতক, সর্ব্ব মোট ৫৩ শতক। দলিল নং I-982/2011 পাওয়ার গ্রহীতা-১) মহাদেব গাঙ্গুলী পিতা-স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র গাঙ্গুলী, সাকিম-কৃষ্ণ নগর মেদিনীপুর গ্রাম, থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। ২) রবিশঙ্কর গাঙ্গুলী ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায় পিতা-স্বর্গীয় শম্ভুনাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর গ্রাম, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার দাতা-১) শ্রীমত্যা পান্নারানি গাঙ্গুলী, ওর্ফে গঙ্গোপাধ্যায় স্বামী-স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র গাঙ্গুলী সাকিম-কৃষ্ণনগর মেদিনীপুর গ্রাম, থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। ২) শ্রীমতী কমলা দাসগুপ্ত স্বামী শ্রী বাদল দাসগুপ্ত সাং-অমিয়া নর কল্যাণ নগর, পালসিলা, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। ৩) শ্রীমতী কল্যাণী ব্যানার্জী, স্বামী-সতীনাথ ব্যানার্জী ২০ নং যদুঘোষাল রোড, পোস্ট-আড়িয়াদহ, থানা-বেলঘরিয়া, কলকাতা ৫৭। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী বাবলু পাল, পিতা-গ্রহীতা-শ্রী বাবলু পাল, পিতা-স্বর্গীয় কুচিল পাল গ্রাম-দাতিনা পুরুষোত্তমপুর, পোস্ট-মেদিনীপুর, থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। পাওয়ার নং- IV 2628/2005 RA কলকাতা IV-21 ওন্দা তারিখ - 11.05.2012 IV-18/2006 তারিখ- 28.12.2006 ওন্দা A.D.S.R পরিমান-১.০৬ একর। দলিল নং- 630/2014 মৌজা- পুরুষোত্তমপুর, মৌজা-প্রজাবাইদ, জে.এল-২৩০, জে.এল-১৮৫ খতিয়ান-২৯২, ২৬৬ দাগ-৮০, ৪৫৪, ৫১৪, ৬৪, ৭৭ সর্ব্ব মোট ১০.৬ একর। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীর জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর
২০২২ সালের ২১ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী:- জয়ন্ত কুমার শীল দীগর

এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- হুগলীর, চুঁচুড়া থানার অর্ন্তগত ঘুঁটিয়া বাজার, সাকিমের বাসিন্দা **প্রশান্ত কুমার শীল** এর দ্বারা সম্পাদিত গত ইংরাজী ২৪/০৮/২০১০ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত উইলের প্রবেট প্রার্থনায় জেলা হুগলীর জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়ায় জেলা- হুগলী-চুঁচুড়া থানার অর্ন্তগত ঘুঁটিয়া বাজার, সাকিমের বাসিন্দা **জয়ন্ত কুমার শীল ও অপা শীল** উপরিউক্ত এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দাখিল করেন । অত্র মোকর্দ্দমায় ৬ (বি) **শ্রীমত্যা প্রতিমা শীল**, স্বামী-প্রয়াত দুলাল চাঁদ শীল, (সি) সুদীপ শীল, (ডি) **সন্দীপ শীল**, উভয়ের পিতা-প্রয়াত দুলাল চাঁদ শীল, উভয়ের সাকিম- ১২/৫৩ ঘুঁটিয়া বাজার, থানা-চুঁচুড়া, পো: ও জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০৩ (ই) **শ্রীমতী অর্পিতা মণ্ডল**, স্বামী-বিমল কুমার মণ্ডল, সাকিম-আবদালপুর নতুনপল্লী, পো:-আবদালপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলিকাতা, পিন-৭০০১৫৫ (এফ-i) **তপতী শীল**, স্বামী-প্রয়াত গোপীনাথ শীল, (এফ-ii) **সুমিত শীল**, (এফ-iii) **প্রদীপ্ত শীল**, উভয়ের পিতা-প্রয়াত গোপীনাথ শীল, সকলের সাকিম-৬৪০, ধারাপাড়া পো: ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন নং-৭১২১৩৬, (জি) **পুস্পরানী শীল**, স্বামী-প্রয়াত কেদার নাথ শীল, (এইচ) **চৈতালী শীল**, (আই) **মিতালী শীল**, (জে) **সোনালী শীল**, (কে) **রূপালী শীল**, (এল) **তুলিকা শীল**,(এম) **কাকলী শীল**, (এন) **কৌশিক শীল** সকলের পিতা-প্রয়াত কেদার নাথ শীল সকলের সাকিম-জি.টি রোড,নং-২, সুভাষনগর (ব্যান্ডেল পেট্রোল পাম্প এর বীপরীতে), পো:- ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৩ । (ও) **অঞ্জন কুমার দে**, মাতা-প্রয়াত সুপ্রভা দে, সার্কিম-৯/৪৩০ রোজভিলা লেন, থানা-চুঁচুড়া, পো: ও জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩ (পি) **আশীষ কুমার বর্ধন**, (কিউ) **অম্বর কুমার বর্ধন**, উভয়ের পিতা-প্রয়াত বিমল কুমার বর্ধন, উভয়ের সাকিম-৯৫/১ সার্পেনটাইল লেন, (সেকেন্ড ফ্লোর), কলিকাতা ৭০০০১৪ (আর) **অজন্তা মল্লিক**, স্বামী-অশোক মল্লিক, সাকিম-গীতান ফ্ল্যাট নং-থার্ড ফ্লোর ৭৫, শরৎ চ্যাটার্জ্জী রোড, কলিকাতা ৭০০০৮৯, (এস) **সুধীন কুমার আঢ্য**, পিতা-সুনীল কুমার আঢ্য, সাকিম-৪৫/৩ এ রাম দুলাল সরকার স্ট্রীট (গ্রাউন্ড ফ্লোর) কলিকাতা-৭০০০০৬ (কেশব এ্যাকাডেমি স্কুলের বীপরীতে) । (টি) **রূপা বাসু**, স্বামী-সঞ্জয় বাসু, সাকিম-৪১৫ এস.কে দেব রোড, লেক টাউন, কলিকাতা-৭০০০৪৮ (ইউ) **শ্রীমতী ছায়া পাল**, স্বামী-তরুন কুমার পাল, সাকিম-ওল্ড লঞ্চ ঘাট রোড, বড় বাজার, পো: ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০১, নিয়ার রিলেটিভস হিসাবে পক্ষভুক্ত রহিয়াছেন ।

যদি উপরি উক্ত ব্যক্তি বর্গের কাহারোও কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকে। তাহা হইলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত আইনজীবি মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
তন্ময় মুখার্জ্জী (উকিলবাবু)
তাং- ২৮/০২/২০২৫

আদালতের আদেশানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর, জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর,

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, (১) শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পিতা- দিলীপ ভট্টাচার্য্য (২) সুদীপ কুমার রায়, পিতা- প্রদীপ কুমার রায় (৩) সমরেশ ঘোষ, পিতা- আনন্দ মোহন ঘোষ (৪) গৌতম বিশ্বাস, পিতা- গোষ্ঠ বিহারী বিশ্বাস, ইং-27/12/2021 তারিখে (১) সুশীল কুমার দাস, পিতা- হরিপদ দাস (২) সৌনক কুন্ডু, পিতা- শিবশঙ্কর কুন্ডু (৩) মধুমিতা নন্দী, পিতা- সৌগত নন্দী (৪) নিবেদিতা কুন্ডু, স্বামী- শিবশঙ্কর কুন্ডু এর নিকট হইতে IV-131/2021 নং আমমোক্তারনামা এবং ইং-28/01/2022 তারিখে (১) অসিত কুমার সাহা, পিতা- অমিয় সাহা (২) কৌশিক জোয়াদ্দার, পিতা-সুমীত কুমার জোয়াদ্দার (৩) কণিকা জোয়াদ্দার স্বামী- সুমীত কুমার জোয়াদ্দার এর নিকট হইতে IV-11/2022 নং দুটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ৯৫ নং ঘূর্ণী মৌজায়, L.R.- 4295, 1424/1, 1425/1, 1211 নং খতিয়ান ও L.R. 50 দাগে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে ইং- 23/02/2024 তারিখে I - 1978/2024 নং কোবলা দলিলে .0990একর, এবং ইং 03/05/2024 তারিখে I -4603/2024 নং কোবলা দলিলে .0542 একর, এবং ইং- 22/07/2024 তারিখে I-7482/2024 নং দলিলে .0495 একর, এবং ইং- 30/10/2024 তারিখে I-10795/2024 নং কোবলা দলিলে .0465 একর এবং ইং- 30/10/2024 তারিখে I -10801/2024 নং কোবলা দলিলে .0785 একর এবং উক্ত একই খতিয়ান হইতে L.R- 50/740 দাগে ইং 22/07/24 তারিখে I -7481/2004 নং কোবলা দলিলে .0090 একর জমি বিক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকলে 30 দিনের মধ্য কৃষ্ণনগন B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতং- মোঃ আনারুল মণ্ডল, পিতা- মৃত নুর ইসলাম মণ্ডল, সাং-পাখীউড়া, পোঃ- কুমারী রামনগর, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া হাঁসখালী এ.ডি.এস.আর অফিসে বিগত ইং-২৬/০৩/২০১২ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ১৩ নং আমমোক্তার দলিল মুলে মোঃ আশানুর মণ্ডল, পিতা- মৃত আব্দুল খালেক মণ্ডল, সাং- পাখীউড়া, পোঃ- কুমারী রামনগর, থানা- হাঁসখালী, জেলা-নদীয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী বর্নিত তপশীল জেলা নদীয়া হাঁসখালী থানার অন্তর্গত ৮৫ নং রামনগর মৌজাস্থিত এল. আর. ১১৬৯১ নং খতিয়ানভুক্ত এবং ৮৩ নং উমরপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৬৪৭ নং খতিয়ানভুক্ত অর্থাৎ দুইটি খতিয়ানভুক্ত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আমমোক্তারকৃত হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে অত্র আমমোক্তারের বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

ইতি
মোঃ আশানুর মণ্ডল, পিতা মৃত আব্দুল খালেক মণ্ডল
সাং পাখীউড়া, পোঃ- কুমারী রামনগর,
থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া।

আমমোক্তারনামা

আমরা ১) জাকির হোসেন মল্লিক ২) সাকির আহম্মদ মল্লিক ওরফে সাকির আহমেদ মল্লিক উভয়ের পিতা আব্দুর সাত্তার মল্লিক ওরফে আব্দুস সাত্তার মল্লিক সাং ও পোঃ দিয়ারা, থানা সাগরদিঘী। নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ইং ২০২৩ সালে I-3194/23 আমমোক্তারনামা দলিল বলে আলাউদ্দিন সেখ পিতা আব্দুল বারী, সাং রঘুপুর, পোঃ ভট্টবাটী, থানা নবগ্রাম মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নবগ্রাম এ.ডি.এস. আর অফিসে যোগাযোগ করুন। আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল ঃ- ১ নং আমমোক্তার দাতার আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিচয় :- ৪৬ নং পলসন্ডা মৌজা, খতিয়ান নং এল.আর ৪৫১৭, দাগ নং, আর.এস ও এল.আর ১২৯৪, রকম আউশ, পরিমান ২৫ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ৮.৩৪ শতক তন্মধ্যে ১.৫ শতক, ২ নং আমমোক্তার দাতার আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিচয় :- খতিয়ান নং এল.আর ৪৫৭৭, দাগ নং আর.এস ও এল.আর ১২৯৪, রকম আউশ, পরিমান ২৫ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ৮.৩৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫ শতক। মোট সম্পত্তির আমমোক্তারকৃত ০৩ শতক।

নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে ১) কল্পনা মজুমদার, ২) পবিত্র হাজরা, ৩) প্রবীর হাজরা, ৪) শিখা হাজরা, ৫) শিলা হাজরা, সর্ব সাং- ২৬৬, ধর্মতলা লেন, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৩৩ ৬) ইলা দাস, সাং- বি/৯/৭৪, বি-৯, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫ নামীয় ব্যক্তিগণ পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার- বিশ্বজিৎ শিকদার এবং মীনা মল্লিক ওরফে মীনু মল্লিক পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার- সমীরণ মল্লিক গত ইংরাজী ১০-০৬-২০২৪ তারিখে ৪৫২৭ ২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিশ্বজিৎ সিংহ, পিতা- মৃত রামচন্দ্র সিংহ, সাং- জগদানন্দপুর, সাহাপাড়া, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬ মহাশয়ের বরবার দলিল প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে বিশ্বজিৎ সিংহ মহাশয় উক্ত দলিলের সম্পত্তিটি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত মর্মে আমমোক্তারদাতাগণদের যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশনার ১০ দিনের মধ্যে ৭৯০৮৪৭৯১৭২ - নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। নচেৎ আইনানুযায়ী কার্য সম্পন্ন হইবে।

কোয়েল পারভিন
এ্যাডভোকেট
জজকোর্ট কৃষ্ণনগর নদীয়া
Enrollment No.
(F)/ 1085/536/2018

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **সেখ শাহজাহান**, পিতা - সেখ আব্দুল সালেক, সাং - পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯। বিগত ইংরাজীর ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি. এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I- ১৬৫২/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**১) নিয়াজউদ্দিন**, পিতা – মেহের আলি) সাং – ডাঙ্গাপাড়া, পোঃ - পাঁচগড়া, পান্ডুয়া হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। (**২) আব্দুল আলিম মন্ডল**, পিতা - আব্দুল কাশেম মন্ডল, সাং - সেখ পুকুর, পোঃ – পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯। আমাদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা ১) এ.ডি. এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ০৬/১২/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৬১২৭/২০২৪ নং দলিল মূলে **মহম্মদ হাসিব**, পিতা - মহম্মদ রফিক, সাং - পান্ডুয়া চৌহাট্টা, পোঃ - পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নামাজগ্রাম, জে. এল. নং ১০৪, হাল. এল. আর. ৩৩৩৬ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ১২৪৯ নং দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ২১ শতকের মধ্যে ১.৬৫ (এক দশমিক ছয় পাঁচ) শতক । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **মহম্মদ হাসিব**, পিতা - মহম্মদ রফিক, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।

ইতি- **নিয়াজউদ্দিন ও আব্দুল আলিম মন্ডল**
আমমোক্তার

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE JUDGE, HOOGHLY AT CHINSURAH
Act.39 Case No.13/2024

Jana Dasgupta, D/o. Late Sailendrajit Dasgupta, residing at 63A/G, Bandel Locopara, P.O. Bandel, P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, PIN-712123.

.........Petitioner

It is hereby notified that **Krishna Dasgupta**, W/o. Late Sailendrajit Dasgupta, of 63A/G, Bandel, Locopara, P.O. Bandel, P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, PIN-712123 expired on 1st April, 2019 at her abovenoted residential house and at the time of death she was the holder of a **Bank Account being No.08540100001282**, **Bank of Baroda, Alipore Branch**, and that in the said Bank Account there is no nominee, so her daughter, **Jana Dasgupta** filed a Succession Case prayed for claiming the total amount in the said account.

That if any person is interested regarding the above noted Succession Case then can appear before the Ld. Court with his Ld. Advocate and plead for himself within 30 days of publishing this newspaper notice, otherwise the case will be ordered ex parte.

Advocate's Name:
Jayeeta Datta Bhowmick

By Order
Samir Aich (Serestadar)
District Judges' Court,
Chinsurah, Hooghly, 15/2/25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল শ্রী দিলীপ কুমার মালগোপ পিতা শ্রী ধরম মালগোপ সাং সাওড়াঘাটী পোঃ মেদিনীপুর গ্রাম থানা-ওন্দা জেলা বাঁকুড়া গত ইং ১০/১২/২০২২ তারিখে A.R.A.-I, Kolkata অফিসের I-1901-10852/2022 নং রেজিস্ট্রিকৃত কোবালা দলিল দ্বারা লক্ষী নারায়ন গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) পিতা রাধানাথ গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী বিষ্ণু গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) পিতা রাধানাথ গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) এর দ্বারা গত ইং ১৪/০৮/২০১৫ তারিখে A.R.A. -III, Kolkata অফিসের Book -IV এর 4479 নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জেলা বাঁকুড়া থানা ওন্দা জে. এল. নং ১৭৯ কৃষ্ণনগর মৌজায় ২৯২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৭২ নং দাগে বাইদ ১.৩৩ শতক জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O., Onda অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নামপত্তন করাইবেন।

Sib Sankar Mukhopadhyay, ADVOCATE
Dist & Sessions Judge Court, Bankura

নবান্নে নওসাদ-মমতা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সচিবালয় নবান্নে গিয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওসাদ সিদ্দিকি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ২৫ মিনিট বৈঠক হয়েছে তার। এদিন নওসাদ নবান্নে যেতেই রাজ্য রাজনীতিতে কৌতূহলের স্রোত বইতে শুরু করেছে। নওসাদ অবশ্য দাবি করেন, রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিয়ে কোনও কথা হয়নি। তিনি বলেন, 'বিধানসভাতেও এই বিষয়টি তুলেছিলাম যে এমএলএ ল্যাডের টাকা পঞ্চায়েত সমিতি খরচ করছে না। ফেলে রাখছে। তাতে সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি হচ্ছে।' নওসাদ দাবি করেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই মর্মেই অভিযোগ করেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন, ব্যাপারটা তিনি দেখবেন। পঞ্চায়েত সমিতি অবশ্যই বিধায়কের প্রস্তাবমতো এমএলএ ল্যাডের টাকা খরচ করবে। এর আগেও একবার নবান্নে গিয়েছিলেন নওসাদ। তবে সেবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। দীর্ঘ কথাও হয়েছে।

জলের অপচয় রুখতে বদ্ধপরিকর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলের অপচয় বন্ধ করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, একাংশের মানুষের জল অপচয়ের অভ্যাসের কারণে অনেক মানুষ বিশুদ্ধ জল পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এটা বন্ধ করা প্রয়োজন। সেই কারণে পুরসভাগুলিকে জলের অব্যবহৃত স্ট্যান্ড পোস্ট তুলে দিতে বলা হয়েছে। তিনি জানান রাজ্যে বর্তমানে ৭৩ হাজারের কাছাকাছি স্ট্যান্ড পোস্ট রয়েছে। আসন্ন গ্রীষ্মের মরশুমে জলের বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেগুলিতে কল লাগানো হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ৭০ হাজারের বেশি স্ট্যান্ড পোস্টে কল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে একাংশের মানুষ বারবার ওই সব কল ভেঙে দিচ্ছে। এর ফলে জল অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনো স্ট্যান্ড পোস্টে বারম্বার এধরণের ঘটনা ঘটলে সেগুলি তুলে দেওয়া হবে বলে মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একই সঙ্গে এপর্যন্ত রাজ্যের ৭৫ শতাংশ পুর এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে নল বাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সাড়ে ৬৪ লক্ষ বাড়িতে জল পৌঁছে দিয়েছে রাজ্য সরকার। মার্চ মাসের মধ্যে আরও ১১ লক্ষ ৮২ হাজার বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেন তিনি।

উল্লেখ্য, পানীয় জলের অপচয় রুখতে একাধিকবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় জল যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য তিনি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাড়ি বাড়ি চলেছিল জল অপচয় বন্ধের অভিযান। আর এবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জল অপচয় রুখতে কড়া পদক্ষেপের কথা জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিনের বিরতির পর রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। সকালে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় সহ সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হয়। এরপর সাময়িক বিরতি নিয়ে শুরু হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন দফতরের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাব নিয়ে সভায় দুঘন্টা আলোচনা হবে। আগামী কাল থেকে শুরু হবে বিভিন্ন দফতরের আগামী আর্থিক বছরের বাজেটের উপর আলোচনা। যা চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।পরের দ্বিতীয় ভাগে শুরু হবে দফতরওয়াড়ি আলোচনা। টান চার দিন চলবে অধিবেশন। শুক্রবার দোল উৎসবের জন্য ছুটি থাকবে। পরে শনি ও রবিবার ছুটির দিনে অধিবেশন বসবে না। আবারও আগামী সোমবার থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৫, ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার

সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, মিললো রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগ পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর নিয়োগের সুপারিশে সই করেছেন। ফলে দেশের শীর্ষ আদালতে আবারও জায়গা পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি, যা শেষবার ঘটেছিল ২০১৩ সালে বিচারপতি আলতামাস কবীরের সময়।

বিচারপতি হিসেবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে বিচারক বাগচীর। ২০১১ সালের ২৭ জুন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন জয়মাল্য বাগচী। পরে ২০২১ সালে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে স্বল্প সময়ের জন্য বদলি হন, তবে একই বছরের নভেম্বরেই

কলকাতা হাইকোর্টে ফিরে আসেন। বিচারপতি হিসেবে তাঁর ১৩ বছরের অভিজ্ঞতা তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের উপযুক্ত প্রার্থী করে তুলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘ বছর পর তিনি হতে পারেন ভবিষ্যতের প্রধান বাঙালী বিচারপতি। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, ২০৩১ সালের ২৫ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন অবসর নেবেন। তারপর দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। যদিও সেই বছরের ২ অক্টোবর তিনি অবসর নেবেন, ফলে মাত্র কয়েক মাসের জন্য তিনি দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এই নিয়োগের ফলে দীর্ঘ এক যুগ পর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি মনোনীত হলেন কেউ। বিচারপতি বাগচীর এই পদোন্নতি বাংলার বিচার ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যপালের নাম করে প্রতারণার চেষ্টা, সতর্কবার্তা রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নাম করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার চেষ্টা। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার চেষ্টা হচ্ছে বলেই অভিযোগ উঠেছে। আর এমন অভিযোগ সামনে আসার পরই নড়েচড়ে বসল রাজভবন। রাজ্যপালের নাম করে কেউ যোগাযোগ করে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বললেই পুলিশে অভিযোগ দায়েরের জন্য বলেছে রাজভবন। এই ধরনের প্রতারণা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলেও রাজভবনের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে।

রাজভবনের তরফে এক বার্তায় বলা হয়েছে, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। আর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে অনলাইনে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনই একাধিক অভিযোগ এসেছে রাজভবনে। প্রতারকরা ফোনে যোগাযোগ করছেন। কিংবা সরাসরি দেখা করছেন। রাজ্যপালের নাম করে সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে রাজভবনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোনও পরিস্থিতিতেই এই ধরনের প্রতারণার বিষয় মেনে নেওয়া হবে না। ওই মুখপাত্র বলেন, 'প্রতারকরা যদি রাজ্যপালের নাম করে কাউকে কোনও সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা চায়, তৎক্ষণাৎ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করুন।' পুলিশ-প্রশাসনকে বিষয়টি জানালে প্রাথমিকভাবে এমন অভিযোগ কমেছিল। কিন্তু আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বলে রাজভবনের বক্তব্য। এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে রাজভবনের তরফ থেকে। এর আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নামেও সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। রাষ্ট্রপতির নামে ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। তারপরই প্রতারণার চেষ্টা হয়। কিছুদিন আগে এমনই অভিযোগ করেছিলেন ঝাড়খণ্ডের রাঁচির এক ব্যক্তি।

নিয়ম ভেঙে আদালতের কোপে ২১ জন আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়ম ভেঙে আদালতের রোষে ২১ জন আইনজীবী। আদালত সূত্রে খবর, আইন ভেঙে হাইকোর্টের রোষানলে পড়েছেন বসিরহাটের ২১ আইনজীবী। বসিরহাট আদালতে বিচারককে হেনস্থার ঘটনায় একজন সরকারি আইনজীবী সহ মোট ২১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় আদালত অবমাননার রুল জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। যা সাম্প্রতিক সময়ে নজিরবিহীন ঘটনা। ঘটনার সূত্রপাত বসিরহাট আদালতে অতিরিক্ত জেলা বিচারককে হেনস্থা করাকে কেন্দ্র করে। তারই প্রেক্ষিতে জেলা বিচারকের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ জানান ওই অতিরিক্ত জেলা বিচারক। ঘটনাটি নিয়ে মামলার শুনানি হয় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে। ঘটনার ভিডিওগ্রাফি দেখে আদালত এক সরকারি আইনজীবী-সহ ২১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় আদালত অবমাননার রুল জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আদালতের নির্দেশ ফৌজদারি ধারায় রুল জারি হওয়া আইনজীবীদের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সেই বিষয়ে শুনানির মাধ্যমে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারি অতিরিক্ত জেলা বিচারক হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে চিঠি লেখেন জেলা বিচারকের কাছে। সেই চিঠি জেলা বিচারক কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে পাঠিয়ে দেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে সেই আর্জি জানিয়েছিলেন জেলা বিচারক। তারপরই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাম ছাত্রদের হুঁশিয়ারির বার্তা দিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ মদনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় বাম ছাত্রদের হুঁশিয়ারির বার্তা দিতে এবার একেবারে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন তৃণমূলের কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মদন মিত্র 'বাহুবল' ব্যবহারের আভাস দিয়ে রাখলেন তিনি।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের উদ্দেশে মদনের বার্তা ছিল, একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের নেতা, কর্মীরা চুপ করে রয়েছেন। এরপর দলের কর্মীদের আটকে রাখা যাবে না। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যাদবপুর ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে কার্যত আরও এক পা এগিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মদন মিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি টেনে বলেন, 'অনেক সমস্যা যেখানে বাক্যবলে কাজ হয় না, বাহুবল প্রয়োগই একমাত্র উৎকৃষ্ট পন্থা।' আর এখানেই প্রশ্ন উঠে গেল, তাহলে কি সরাসরি 'দাওয়াই' দেওয়ার কথা কামারহাটির বিধায়ক বললেন কি না তা নিয়ে। সঙ্গে এর রেশ টেনে মদনের বক্তব্য, 'কিছু দেওয়ার দরকার নেই। ওষুধের প্যাকেট বের করলেই সব হাওয়া হয়ে যাবে।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে একাংশ ছাত্রর বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এক কলেজ পড়ুয়ার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় জখম হন আরও এক পড়ুয়া। পাল্টা হিসেবে বামেদের ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। তারপর থেকেই চলছে হুঁশিয়ারির পালা। মদন আগেই দাবি করেছিলেন, ৩০ সেকেন্ড শান্ত করে দেওয়া যায় যাদবপুর। কিন্তু তাঁরা সংযত হয়ে আছেন একমাত্র তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশের কারণে। তবে এরপরও হুঁশিয়ারি দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন না মদন।

বিধানসভা থেকে এদিন মদন মিত্র এদিন এও বলেন, 'বহুদিন থেকেই দেশবিরোধী দলের আখড়া ছিল। এখনও যা করছে এরা তাতে মানুষের থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মানুষ এসব পছন্দ করেন না। তাঁরা সব নাটক বুঝে গেছেন।'

তৃণমূল-সিপিএমের গটআপ চলছে যাদবপুর নিয়ে প্রতিক্রিয়া অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন ধরেই তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে স্লোগান লেখা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটের কাছে দেওয়ালে লেখা হয়েছে 'আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান'। এপ্রসঙ্গে সোমবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূল-সিপিএমের মধ্যে গটআপ আছে। ওরা গটআপ করে নাটক করছে। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির মোড় অন্যদিকে ঘোরাতেই এসব নাটক চলছে।'

প্রসঙ্গত, রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের মকরামপুরে তৃণমূলের পার্টি অফিসের মধ্যেই প্রাক্তন বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার এবং তাঁর দল ধর্ষক, তোলাবাজ, গুন্ডাদের পুলিশের সাহায্য নিয়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাঁর দাবি, নারায়ণগড় কাণ্ডে পুলিশ যতই ধর্ষককে বাঁচানোর চেষ্টা করুক। পুলিশ কোনওমতেই ধর্ষককে বাঁচাতে পারবে না। তাঁর কটাক্ষ, 'ক্ষমতায় টিকে থাকতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবকিছু করতে পারেন। ধর্ষক থেকে শুরু করে তোলাবাজ, মাদক বিক্রেতা, দুধেল গাই সবার ভোট ওনার চাই।' আর জি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে এনে এদিন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মুখে স্বীকার করেছেন, তিনি নাকি ৩০ বার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে কথা বলেছেন। উনি ভাবছেন বিনীত গোয়েল বেঁচে যাবে। তদন্তে সময় লাগছে। কিন্তু বিনীত গোয়েল কিছুতেই বাঁচবে না।' প্রসঙ্গত, গুলি কান্ড ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে কামারহাটিতে। খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্বয়ং শাসকদলের কাউন্সিলর। এদিন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে নিশানা করে অর্জুন সিং বলেন, একবার উনি তাঁর কব্জি কেটে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। পরদিনই কামারহাটিতে গিয়ে চা খেয়েছিলাম। তাঁর কটাক্ষ, ওনার কব্জি কাটার ক্ষমতা নেই। লোকের পকেট কাটার ক্ষমতা ওনার আছে। তাঁর বক্তব্য, কামারহাটিতে ঢোকা আটকানোর ক্ষমতা ওনার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছেন। তবুও তাঁকে আটকাতে পারছেন না।

বরানগরে একটি বুথেই ১১১টি ভূতুরে ভোটারের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লাগোয়া বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪১ নম্বর বুথে ১১১জন ভূতুড়ে ভোটারের হদিশ মিলল। এই ১১১ জন ভুতুড়ে ভোটারের মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা ৬৫ এবং অস্তিত্ব নেই এমন ভোটারের সংখ্যা ৪৬। জানা গিয়েছে, বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪১ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১৪২। আর ওই বুথে ভূতুড়ে ভোটার প্রায় দশ শতাংশ। ১৪১ নম্বর বুথের সিপিএমের বুথ লেভেল এজেন্ট অভিজিৎ নাগের দাবি, মৃত এবং সিফটেড ভোটারদের ভোটার লিস্টে থাকা সিরিয়াল নম্বর-সহ নাম ও এপিক নম্বর দিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছিলাম। তবুও ভোটার লিস্ট থেকে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, এটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। তাঁর বক্তব্য, বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০০-এর বেশি বুথ আছে। ভোটার লিস্ট খুঁটিয়ে দেখলে প্রচুর ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলবে।

আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা মা ক্যান্টিনের: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গের আমজনতার কাছে মা ক্যান্টিনের জনপ্রিয়তা আ্যাকাশচুম্বি। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ১২৮ কোটি টাকা খরচ করেছে এই প্রকল্পের জন্য, বিধানসভায় জানালেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে এদিন সোমবার তিনি এও জানান, রাজ্যে মা ক্যান্টিনের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মা ক্যান্টিন সংক্রান্ত এই পরিসংখ্যান তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি জানান, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমানে ব্লক, পুরসভা ও কর্পোরেশন এলাকায় চলছে মা ক্যান্টিন। পাশাপাশি, ৩৩টি মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালেও এই ক্যান্টিন চালু রয়েছে।

এর পাশাপাশি পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদের সংযোজন, মা ক্যান্টিনে খাবার নিয়েছেন সাত কোটির বেশি মানুষ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি মাসে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ এই ক্যান্টিনে খাবার খান। এখনও পর্যন্ত সাত কোটি ২৯ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর প্রতিশ্রুতি, আগামী দিনে এই ক্যান্টিনের মানোন্নয়ন ও পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হবে। বঙ্গ রাজনীতিবিদদের মতে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই মা ক্যান্টিন প্রকল্প ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম গেম চেঞ্জার।

আয়ার কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাকে রাজস্থানে 'বিক্রি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোটা অঙ্কের বেতনে আয়ার চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জগদ্দলের আতপুর রাজবাড়ি মাঠ এলাকার বাসিন্দা ৩৩ বছরের পূজা রাজভরকে রাজস্থানে নিয়ে গিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির আতপুর বাজার পাড়ার বাসিন্দা ফুলুয়া চৌধুরী ওরফে মমতার বিরুদ্ধে। গত ৪ মার্চ আতপুর সাধুঘাট এলাকার বাসিন্দা পূজার মা সুশীলা পাসোয়ান জগদ্দল থানায় ফুলুয়া, মুন্নি, শীলা এবং জনি-সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, জনি রাজস্থানের বাসিন্দা। মুন্নি গোলঘর এবং শীলা আতপুরের বাসিন্দা। পূজার মা সুশীলা দেবী জানান, মোটা অঙ্কের বেতনে আয়ার কাজ দেবার নাম করে মেয়েকে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানে নিয়ে গিয়েছে ফুলুয়া। সেখানে মেয়ের সঙ্গে তাঁর জামাই সুরজ রাজভরও গিয়েছিল। দু'দিন বাদে জামাই আতপুরে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। তাঁর অভিযোগ, ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধেতে মেয়েকে চেতনানাশক ওষুধ সেবন করিয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হয়। এমনকি মেয়েকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সুশীলা দেবীর অভিযোগ, রাজস্থানের চুরু জেলার বিদাসার এলাকার বাসিন্দা নাথমাল নামে একজনের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুশীলা দেবীর আরও অভিযোগ, মেয়েকে ওখানে নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গত ৫ মার্চ জামাই ফের মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা জামাইকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। কোনওক্রমে জামাই এবং তাঁর এক ভাইপো ওখান থেকে পালিয়ে চলে আসে। জগদ্দলে ফিরিয়ে আনার দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পূজার পরিবার। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বারবার পুলিশি তলবে হাইকোর্টের দ্বারস্থ যাদবপুরের পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১০ দিন ধরে তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরিস্থিতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নতুন মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করেন উদ্দীপন কুণ্ডু নামে এক পড়ুয়া। তাঁর অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের নামে পড়ুয়াদের বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে পুলিশ। হেনস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ছাত্র সংগঠন 'ফেটসু'-র নেতা উদ্দীপন তাঁর আবেদনে জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের গত ৭ মার্চ ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। এই তলব পেয়ে তাঁরা গিয়েও ছিলেন। অভিযোগ, সেদিন তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল চাওয়া হয়। তাঁরা আপত্তি করেন। তারপর থেকে তাঁদের হেনস্থার চেষ্টা হচ্ছে। সোমবার ফের তাঁদের তলব করে পুলিশ। হাইকোর্টে এই নিয়ে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান উদ্দীপন।

প্রঙ্গত, গত ১ মার্চ ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একদিকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকেও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির তলায় পড়ে ইন্দ্রানুজ রায় নামে এক পড়ুয়া আহত হন বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ ঘিরে তপ্ত হয় যাদবপুর। এই পরিস্থিতিতে কয়েকদিন আগে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন যাদবপুরের পড়ুয়ারা।

আবার যাদবপুরের অচলাবস্থা কাটানোর আবেদন জানিয়েও জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এবার ছাত্রছাত্রীদের বারবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা নিয়ে মামলা হল হাইকোর্টে।

কলকাতা পুরসভার আর্থিক দৈন্যদশার ছবি প্রকট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার ১০০ দিনের কর্মী রয়েছেন, এমনটাই খবর কলকাতা পুরসভা সূত্রে। তাঁদের মজুরি বাবদ মাসে প্রায় আট থেকে নয় কোটি টাকা ব্যয় হয় পুরসভায়। অভিযোগ, বিগত আড়াই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না এই সকল ১০০ দিনের কর্মীরা। ফলে আতান্তরে পড়েছেন তাঁরা। কারণ, মাস পিছু ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা হাতে পেয়ে থাকেন। তবে, বর্তমানে সেই টাকাও পাচ্ছেন না।

পুরসভা সূত্রে এও খবর মিলছে, অর্থসঙ্কট এতটাই যে পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্প স্থগিত রাখতে হয়েছে। সূত্রের খবর, পুরসভার স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মীদের বেতন ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন দিতে মাসে প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা খরচ হয়। প্রায় ১৮ হাজার স্থায়ী কর্মীর জন্য খরচ হয় ৭৮ কোটি। অস্থায়ী প্রায় ২০ হাজার কর্মীদের জন্য খরচ হয় ১৫ কোটি। আর প্রায় ৩৫ হাজার অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের জন্য পুরসভার খরচ হয় মাসে খরচ ৪০ কোটি। এর

মধ্যে স্থায়ী কর্মীদের বেতনের ৮৫ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করে। বাকি ১৫ শতাংশ পুরসভাকে বহন করতে হয়। কিন্তু অস্থায়ী কর্মীদের বেতন পুরটাই পুরসভাকে বহন করতে হয়। সূত্রের খবর, ২০২২ সাল থেকে ১ এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার কাছে ঠিকাদার সহ পাওনাদারদের বকেয়ার পরিমাণ ৮৯৪ কোটি টাকা। সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে, গত সেপ্টেম্বরে নেতাজি ইন্ডোর পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে প্রায় এক কোটি টাকা পুরসভার ভাঁড়ার থেকে ব্যয় হয়েছে। এরপর আবার আগামী ১২ই মার্চ প্রাক দোল উৎসব পালিত হবে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। সেখানেও পুরসভার লাখ খানেক টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম অবশ্য জানান, 'কলকাতা পুরসভায় আগে যাঁরা ছিলেন, বিকাশদারা জমি বেচে অর্থনীতি সামাল দিয়েছেন। আর আমরা আন-অ্যাসেস্ট জমিগুলো ঠিক করে অর্থনৈতিক ঠিক করার চেষ্টা করছি। ট্যাক্স না বাড়িয়েও পুরসভার খরচা বাঁচানোর চেষ্টা করছি।' প্রত্যুত্তরে বিরোধী কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, 'নর্দমার পাঁক যাঁরা তুলছেন তাঁরা ওই কাজের বিনিময়ে দৈনিক ২০০টাকা না পায় তাহলে কীসের জন্য তাঁরা কাজ করবে? ওরা রোজ জিজ্ঞাসা করে দাদা মাইনে কোথায়? কী বলব?' এই প্রসঙ্গে মেয়র পারিষদ অসীম বসু জানান, 'তিনটি বোরোর পেমেন্ট বাকি আছে। ফেব্রুয়ারির পেমেন্ট বাকি আছে। অর্থাৎ ১৩টি বোরোর যা পেমেন্ট বাকি আছে তা সামনের সপ্তাহে মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

ফের ধর্ষণের ঘটনা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের নারী নিরাপত্তার প্রশ্নের মুখে তিলোত্তমা কলকাতা। আরও একবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল খাস কলকাতায়। ঘটনাস্থল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর। এক যুবতীকে হোটেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাত আটটার পর ওই ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতা তাঁর বয়ানে জানান, গত ৭ মার্চ শহরের একটি হোটেলে কাজের জন্য কথা বলতে যান কীর্তি কুমার মেহতা নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে। সেই হোটেলের রুম নম্বর ৫০৩ তাঁকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে। এমনকী ধর্ষণ করার পর মুখ বন্ধ রাখার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ নির্যাতিতার। তবে ঘটনার পর তিনি ভবানীপুর থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কীর্তি কুমার মেহতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বছর ৫৯-এর ওই অভিযুক্ত ভবানীপুরের বাসিন্দা বলেই জানিয়েছে পুলিশ। গত কয়েকদিনে পরপর কয়েকটি ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পানাগড়ে সুতন্দ্রার যেভাবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তাতেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। এরই মধ্যে খাস কলকাতায় ধর্ষণের অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন ওই যুবতীকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল, ওই ব্যক্তি নির্যাতিতার পূর্ব পরিচিত ছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই তথ্যগুলি বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

স্থানীয় মানুষ, প্রশাসন উদ্যোগী হলে বহু কিছুই করা সম্ভব হয়ে ওঠে

সম্প্রতি বইমেলার সময় অনেকেই চর্চা করলেন, বই বিক্রি যদিও বিশেষ কমেনি, তা হলে গ্রন্থাগারগুলোর এমন হাল কেন? বেশির ভাগ পাবলিক লাইব্রেরিই পাঠকের অভাবে ধুঁকছে। বহু ছোট, মাঝারি গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে। এটা সত্যিই এক রহস্য। মানুষ বই কিনছেন, তার মানে বই পড়ছেন। কিন্তু গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পড়ছেন না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে, গ্রন্থাগারে প্রধানত যান বয়স্ক পাঠক-পাঠিকারা। কমবয়সি ছেলেমেয়েরা আজকাল লাইব্রেরিমুখো হচ্ছেন অনেক কম। স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রধান কারণ সময়ের অভাব। তা ছাড়া, প্রযুক্তির অবাধ সুযোগে বাড়িতে বসেই বই পড়ে ফেলা যায়। এই প্রজন্মকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে গেলে, সেগুলোকেও ঢেলে সাজাতে হবে। প্রথমত, বইয়ের একটা কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগ রাখতে হবে, যাতে সহজেই ঈপ্সিত বইটি খুঁজে নেওয়া যায়। অধিকাংশ জায়গায় এখনও সেই কার্ডে লেখা বইয়ের তালিকা মেলে। সেখান থেকে বই খুঁজে বার করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগারে নতুন প্রজন্মের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই, পত্রিকা রাখা। এতে সাহিত্যের বই ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যবহারিক শিক্ষার উপর বই থাকবে। এই ধরনের বইয়ের জন্য একটু আলাদা জায়গা থাকলে ভাল। সম্প্রতি ফিনল্যান্ড সফরে গিয়ে ওখানকার একটি লাইব্রেরি দেখার সুযোগ হল। এটি তৈরি হয়েছে খুব বেশি দিন নয়। তৈরির আগে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অল্পবয়সিদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাঁরা কী ধরনের লাইব্রেরি চান। কেউ লিখলেন, ওখানে যেন ছোটদের একটা আলাদা বইয়ের জগৎ থাকে, যেখানে প্রচুর খেলনা, খেলার জায়গা থাকবে। কেউ জানালেন, কফি, স্ন্যাকসের স্টল থাকবে। কেউ বললেন, কম্পিউটারে বিভিন্ন জিনিস শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি। ফলে, দেখা গেল নতুন লাইব্রেরিতে তরুণ প্রজন্মের ভিড়। কেউ কম্পিউটারে নানা নতুন বিষয় শিখছেন। কেউ ফোটোগ্রাফি বা গান-বাজনা নিয়ে পড়াশোনা করছেন। আর ছোটদের বিভাগ দেখে তো চোখ জুড়িয়ে গেল। তারা ইচ্ছেমতো ছোটাছুটি, লাফালাফি করছে। ছবির বই দেখছে। তাদের মায়েরাও কিছু একটা নিয়ে বসে গেছেন। জানি, এত সব কিছু আমাদের এখানে সম্ভব নয়। তবু স্থানীয় মানুষ, প্রশাসন উদ্যোগী হলে অনেক কিছুই করা যায়।

শব্দবাণ-২১৬

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২ .চাঁদমুখ ৫.— আমার চির অচেনা পরদেশী ৬. প্রামাণিক কাগজপত্র ৭. কার্যদক্ষ ৮. বিশেষ, অসাধারণ ১০.ভাষাতত্ত্ব।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চুল বাঁধার ফিতে ২.আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাবিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিসভা ৩. শক্তি ৪.তরুণ সৈনিক ৯. সূর্য, ভাস্কর ১১. ষষ্ঠি।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৫

পাশাপাশি: ১. ভূলোক ৩. নীরস ৫. শরীর ৬. গায়েব ৭. তনুজা ৯ .ফোরাম ১১. ত্রম্বক ১২. লাগাম।

উপর-নীচ: ১. ভূপেশ ২. কবর ৩. নীচগা ৪. সম্ভব ৭. তরিত্র ৮. জারক ৯. ফোকলা ১০. মহিম।

জন্মদিন

আজকের দিন

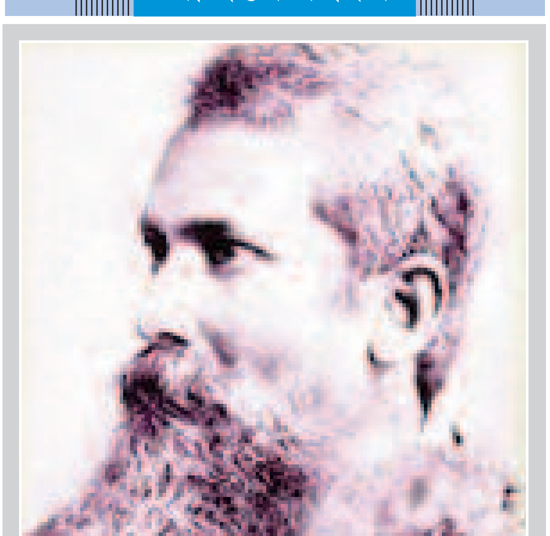

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০ বিশিষ্ট লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।
১৯১৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারের জন্মদিন।
১৯৪২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অমরিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।

বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নারী শিক্ষার অন্যতম বঙ্গ-মনীষী মদনমোহন তর্কালঙ্কার

ডঃ সুদীপ মুখার্জি

মধ্যযুগীয় অচলায়তন ভেঙে সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা ও সমাজ বিকাশে নবনির্মান প্রয়োজন এ কথা বঙ্গ মনীষারা বুঝেছিলেন। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের মতো মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই ভাবধারার একজন পন্ডিত মানুষ ছিলেন। আসলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিক্ষার পারিবারিক সুবন্ধনে ও সুস্থ পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। পিতৃদেব ও পিতৃব্য দুজনে শুধু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন সেই আমলের প্রতিষ্ঠিত লিপিকর। তাই শিক্ষার আধুনিক চিন্তাভাবনা তিনি পারিবারিক বা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাই মদনমোহনও সচেতন ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ গ্রহণ কালে প্রাচ্য ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও টান ছিল তীব্র। সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের কাছে পাঠগ্রহণ করে মদনমোহন তর্কালঙ্কার যেমন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি সমকালে মিশনারী ও ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে উনবিংশ শতক এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। উনবিংশ শতক ছিল বঙ্গ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এক যুগসন্ধিক্ষণ। আর ঠিক এই সময়েই বাংলায় জন্ম নিয়েছিলেন এমন কিছু মনীষী বা মহামানব যাঁরা মননে, চর্চায়, ভাবনায়, সৃজনশীলতায় নবজাগরণের ভাগীরথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সময় এবং সমাজের প্রয়োজনেই এই সকল মনীষীর আবির্ভাব। উনিশ শতকের নবজাগরণের পালাবদলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহিত্য সৃষ্টিতে, শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে শিশু শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে ও প্রশাসনিক দায়ভারে সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ ছাপ রেখে গেছেন। মদনমোহনের জন্ম ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি এবং মৃত্যু হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মার্চ।

প্রতি বছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। অথচ এই বাংলার নারী শিক্ষার প্রসারে যিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁর নাম মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সেই মানুষটির জন্ম বা মৃত্যুদিন এই বাংলায় কিভাবে পালিত হয় খুব জানতে ইচ্ছে করে!

মধ্যযুগীয় অচলায়তন ভেঙে সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা ও সমাজ বিকাশে নবনির্মান প্রয়োজন এ কথা বঙ্গ মনীষারা বুঝেছিলেন। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের মতো মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই ভাবধারার একজন পন্ডিত মানুষ ছিলেন। আসলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিক্ষার পারিবারিক সুবন্ধনে ও সুস্থ পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। পিতৃদেব ও পিতৃব্য দুজনে শুধু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন সেই আমলের প্রতিষ্ঠিত লিপিকর।তাই শিক্ষার আধুনিক চিন্তাভাবনা তিনি পারিবারিক বা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাই মদনমোহনও সচেতন ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ গ্রহণ কালে প্রাচ্য ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও টান ছিল তীব্র। সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের কাছে পাঠগ্রহণ করে মদনমোহন তর্কালঙ্কার যেমন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি সমকালে মিশনারী ও ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণে নারীমুক্তি আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে স্ত্রীশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আসলে সেই সময় মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বঙ্গ সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষেরা সেভাবে আগ্রহ দেখায় নি। লেখাপড়া শেখাকে তারা পাপ বলে গণ্য করত। এমনকি এও বলা হত যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অচিরেই তারা বিধবা হবে। এই ভীতি ও কুপ্রথার বিষ সমাজে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভয় পেয়েছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাদের সমকক্ষ হয়ে যাবে। লেখাপড়া করে শিক্ষিতা হয়ে কর্মজগতে নারীরা প্রবেশ করলে হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সিঁড়ি নড়ে চড়ে বসবে। তাই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার চল শুরু হলেও স্ত্রী শিক্ষার বিষয়টি তখন ছিল অন্ধকারে। কিন্তু এই সময়ে বঙ্গসমাজের কিছু আলোকপ্রাপ্ত নব্য যুবক মহিলাদের শিক্ষা প্রচলনের গুরুত্বের কথা অনুভব করলেন। যারা নারী শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করছিল সেই সমাজকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন তাদের যুক্তি দিয়ে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পন্ডিত ও স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক মানুষজনের সহযোগিতায় বেথুন সাহেব ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে মাসে প্রতিষ্ঠা করলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল যা বর্তমানে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত। মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেথুন সাহেব যে কয়েকজন হিন্দু পন্ডিতের সাহায্য পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম। বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন এই বেথুন সাহেব । তিনি কোন স্বার্থের জন্য নয় , কিংবা খিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসার টানেই এদেশে স্ত্রী শিক্ষার কাজে নিজেকে সর্বস্ব পণ করেছিলেন। মদনমোহন এই স্কুলকে জমি বা অর্থ দিয়ে কোনো সহায়তা করেননি ঠিকই কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করে দুই মেয়েকে এই স্কুলের ছাত্রী করে বেথুন এর এই মহান কাজকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মদনমোহন এর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা প্রথমদিন উপস্থিত ১১ জন ছাত্রীর মধ্যে দুজন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ মদনমোহন এর সৎসাহস দেখানোর জন্য অনেক লাঞ্ছনা , বিদ্বেষ ও বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছিল। মদনমোহন শুধুমাত্র নিজের দুই কন্যাকে বেথুন এর স্কুলে পাঠিয়ে কর্তব্য শেষ করেননি। প্রথম দিনে স্কুলে উপস্থিত থেকে স্কুলের প্রশাসনিক কাজে হাত লাগিয়েছিলেন । 'The Calcutta Star' পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয় যদিও 'মর্নিং স্টার' পত্রিকা ২১ জন ছাত্রীর কথা উল্লেখ ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেদিন স্কুলে ১১ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। তবে ২১ জন ভরতি হয়েছিল। সেই ১১ জন ছাত্রীর মধ্যে মদনমোহন এর দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা ছাড়া অন্য কোনো ছাত্রীর নাম জানা যায়নি। বেঙ্গল হরকরা ও ইন্ডিয়া গেজেট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে নতুন কলেবর সৃষ্টি হল। শুরু হলো নারী শিক্ষার নব অধ্যায়। আর এই অধ্যায়ের বড় কান্ডারী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তবুও মদনমোহন ছিলেন বেথুন এর স্কুলের প্রথম বাংলার শিক্ষকক্ষ্ম । শুধু শিক্ষকতা নয়, প্রশাসনিক কাজকর্মে বেথুন সাহেব তাঁকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিলেন।

স্কুল প্রতিষ্ঠা হবার পনেরো দিন পর অর্থাৎ ২৩ মে ১৮৪৯ সাল সন্ধ্যেবেলায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে বেথুন একটি সভা ডাকেন। এই সভাটি ছিল বেথুন এর স্কুলের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা। এই সভার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ২৮ মে ক্যালকাটা স্টার পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ পায়। এই নির্দিষ্ট সভাতে বেথুন সাহেব ছাত্রী ভরতি শুধু নয়, ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়ে গুরুদায়িত্ব মদনমোহনকে দিলেন।বেথুন এর স্কুলে নিজের দুই মেয়েদের ভরতি করার জন্য মদনমোহনকে রক্ষণশীল সমাজের কুলপতিরা কুনজরে দেখতে লাগলো। নিজে একজন ব্রাম্ভন পণ্ডিত হয়ে মদনমোহনের এই কাজ করা উচিত হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর তথ্য তুলে ধরেছেন

'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের উপরে লোকের বিশেষ আক্রোশ উপস্থিত হইল ... আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি পণ্ডিতে পণ্ডিতে দেখা হইলেই ওরে মদনা করলে কি? ওরে মদনা করলে কি? এই কথা ভিন্ন আর কথাই হইত না। 'তবুও মদনমোহন নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেথুন সাহেবের পাশে থেকে আর ও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নারী শিক্ষা প্রসারের কাজে এবং দুই মেয়েকে বেথুন এর স্কুলে পাঠানো নিয়ে মদনমোহনকে সমাজে একঘরে পর্যন্ত করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। তবুও মদনমোহন তার কার্যভার থেকে একটুকুও পিছিয়ে জাননি। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি বেথুনের স্কুলে নারী শিক্ষার প্রসারে এইভাবে সময় দেওয়া সত্যিই প্রশংসার পরিচায়ক। আসলে মদনমোহন বেথুন সাহেবের সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রসারে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার পক্ষে যেতে গিয়ে সমাজের কাছে যেমন অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎকালীন পন্ডিতের দল তাকে অনুসরণও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, অমদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য যে গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্যাকে নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের সুহৃদগণের স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা লইয়া সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। নারী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করতে তিনি শিশুশিক্ষা নামক প্রাইমার (৩টি খণ্ড) রচনা করেন। আসলে নারী শিক্ষার পক্ষে এই সুদূর স্কটল্যান্ডবাসী বিদেশী, বিধর্মী বেথুনের এই বঙ্গের নারীদের প্রতি যে টান সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মদনমোহন এই গ্রন্থটি বেথুন সাহেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। মদনমোহন যখন শিশুশিক্ষা প্রাইমারটি রচনা করছেন তখন তাঁর হাতে পূর্বের কোনো ভালো প্রাইমার ছিল না। বাংলা প্রাইমার এর ধারায় শিশুশিক্ষা ঠিক যেন একটি মাইলস্টোন। শিশুশিক্ষার ঠিক ছয় বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখলেন বর্ণপরিচয়। বর্ণপরিচয়ের ৭৫ বছর পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন সহজপাঠ। মদনমোহনের প্রাইমারটি গদ্য এবং পদ্য মিলিয়ে রচিত। আর মদনমোহনের পরবর্তী প্রাইমার গুলি মদনমোহন রচিত শিশুশিক্ষার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। সমকালে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সর্বশুভকারী পত্রিকায় তৎকালীন সমাজে স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে কলম ধরেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে মদনমোহনের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়-দীপ্ত। নারীশিক্ষা বিষয়ে তৎকালীন যুগে দাঁড়িয়ে মদনমোহন যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তার সাক্ষর রেখেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও শিক্ষালাভের সমান অধিকার থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা তর্কালঙ্কার যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া সমাজের উন্নতির পক্ষে নারীর শিক্ষিত হয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। নারীদের আত্মিক মুক্তির জন্যও শিক্ষার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। নারীদের প্রকাশ্যে শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনাকে তিনি তাই সমর্থন জানিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেদবিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নের মদন মোহনকে বিদ্যাসাগরের অগ্রবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেছেন, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের সপক্ষে যাঁরা নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ অন্যতম।

তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষাসংস্কার, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অবদান অনস্বীকার্য। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিশেষত নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে কৃতিত্ব পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর উদার মনোভাবেরই পরিচয়বাহী। একথা বলা যেতেই পারে যে মদনমোহনের যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানচেতনা সে যুগের নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতিকে অগ্রগতির সোপানে বেশ কয়েক ধাপ উন্নীত করতে পেরেছিলেন। মাত্র ৪১ বছরের জীবনে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি ও সামাজিক কাজ করেছেন যার জন্য তিনি স্মরণীয়, শ্রদ্ধেয় প্রতিটি বাঙালির মনে ও মননে। তবে যতটা শ্রদ্ধা, গ্রহণযোগ্যতা, স্মরণযোগ্যতা তাঁর প্রাপ্য ছিল ঠিক ততটা কী তিনি পেয়েছেন? স্বয়ং কবিগুরুর হাতে খড়ি তাঁর শিশুপাঠ্য বই পড়ে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত জন্ম নেওয়া প্রতিটি বাঙালি শিশুর কাছে 'শিশুশিক্ষার' কবিতাগুলি মুখে মুখে উচ্চারিত। কিন্তু প্রকৃত কবিকে আজও অনেক বাঙালি মনে করতে পারেন না। জন্মের দুশো বছর পার করেছেন ২০১৬ সালে তবুও কোথাও যেন আজও উপেক্ষিত এই কবি ও সমাজ সংস্কারক মদনমোহন।

ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে শ্রমিক নিয়োগের অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাজের দাবিতে এবার তৃণমূলের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে আন্দোলনে নামলেন খোদ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁকসার গোপালপুর এলাকায়।

কাঁকসার পাথরডিহায় আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে মিথেন গ্যাস উত্তোলনকারী এক সংস্থা নতুন প্রজেক্ট তৈরি করে কাজ শুরু করেছে। সেখানে স্থানীয় দের ও দলের কর্মীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই স্থানীয়দের কাজের দাবিতে সোমবার তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে দলের কর্মীদের নিয়ে কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামেন পঞ্চায়েত সদস্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য,সুমিত্রা হাঁসদার অভিযোগ, প্রকল্পের জন্য জমি দিলেও,দলের কর্মীদের কাজে না নিয়ে বাইরে থেকে টাকার বিনিময়ে লোক ঢুকিয়েছেন ব্লকের সভাপতি নবকুমার সামন্ত।

স্থানীয়দের কাজ দিতে না পারায় তাঁকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। স্থানীয় মানুষ ও তৃণমূল কর্মীদের কাছে তাঁকে জবাব দিতে হচ্ছে এই বিষয়ে। ব্লক সভাপতি সহ উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার পাশাপশি তিনি সদস্য পদ প্রত্যাহার করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে ব্লকের সভাপতি নবকুমার সামন্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন, ওই সদস্যের পরিবারের লোক ও গ্রামের মানুষ কাজ করছেন। ওই সদস্য নিজেই তালিকা পাঠিয়েছেন। ফলে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন ওই সদস্য।

আত্মরক্ষার পাঠে কোর্স স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বারো দিনের একটি কোর্সের মাধ্যমে হাতে কলমে আত্মরক্ষা বা সেলফ ডিফেন্সের পাঠ নিল কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। দু'ঘণ্টার প্রতি সেশনে তারা শেখে রাস্তাঘাটে ট্রেনে বাসে আচমকা আক্রান্ত হলে নিজেকে কী ভাবে রক্ষা করতে হবে। অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শুধু সাহস বা মনের জোর যথেষ্ট নয়। শারীরিক কৌশল ও আক্রমণ করা দরকার এবং তা অভ্যাসে রপ্ত করার জন্যই এই কোর্স বলে জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্যামলী দাস। প্রধান শিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত জানান, সমাজ সচেতনতা শিক্ষার একটি আঙ্গিক। ঘরে বাইরে জটিল অপরাধের আবর্তে বালিকারা যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্যে এই জাতীয় কর্মশালাকে তারা সবসময়েই স্বাগত জানান।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও মরণোত্তর চক্ষুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রয়াসের উদ্যোগে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা এক নম্বর গভর্মেন্ট কলোনিতে রবিবার সকাল থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয়। এই রক্তদান শিবিরে মোট ৮১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এছাড়া এই শিবিরে সাতজন মরণোত্তর চক্ষুদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তার মধ্যে একজন প্রয়াসের সভাপতি রঞ্জিত কর্মকার আছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন হাতি, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী (ঝুমানদা) সহ বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রয়াসের কর্মকর্তারা ও এলাকার বাসিন্দারা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড় সৌমেন সরকার। উত্তরপাড়ার বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্রের উদ্যোগে মরণোত্তর চক্ষুদানের উদ্যোগ নেওয়া হয় স্বপন বন্ধুর উদ্যোগে।

কালনায় ভুয়ো চক্ষু বিশেষজ্ঞ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ওষুধের দোকানের সামনে লেখা রয়েছে কালনা মহকুমা হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নাম। আর তা দেখেই কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ লাবণী ভৌমিকের নাম সাইনবোর্ডে দেখে এলাকাবাসীরা চোখ দেখিয়েছেন সেই ডাক্তারকে ভরসা করে। কিন্তু চোখ দেখিয়ে পাওয়ার গণ্ডগোল করে দিয়েছেন ওই চিকিৎসক। এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর।

এদিকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ওই নামের কোনও চিকিৎসকই নেই বলে দাবি, হাসপাতালের সহকারী সুপার গৌতম বিশ্বাসের। কালনা ১ নম্বর ব্লকের বাঘনাপাড়া এলাকায় রামকৃষ্ণ মেডিক্যাল হল নামের দোকানের সামনে সাইন বোর্ডে লেখা কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার লাবণী ভৌমিক সপ্তাহে সোম এবং শুক্রবার ২ দিন বসবেন। এমনই লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে ওই দোকানের সামনে। ওই দোকানের মালিক কে এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বীকার করে নেন যে, উনি কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক নয়। দোকানের মালিক জানতেন না। ভুল হয়ে গিয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছেন ওষুধের দোকানের মালিক।

স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা দেবব্রত মন্ডল তার স্ত্রী মা এবং তিনি ৩ জন এই ভুয়ো চিকিৎসকের কাছে চোখ দেখিয়েছিলেন অভিযোগ, তাদের চশমার পাওয়ার চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। এরপর তারা সেই চশমায় ভালো মতন দেখতে পারছেন না বলেও অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কালনা মহকুমা এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সহকারী সুপার গৌতম বিশ্বাস জানান, এই নামের হাসপাতালে তাঁদের কোনও চিকিৎসক নেই। তিনি সোমবার তাঁর সাথে কথা থাকলেও ওই ওষুধের দোকানে গিয়েও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ ওঠা চিকিৎসককে ফোনে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, তিনি চিকিৎসক নন। তিনি একজন অপটোমেট্রিস্ট। তিনি জানেনই না কে কোথায় কী লিখে রেখেছেন তাঁর নামে। এতে তাঁর কোনও দায় নেই বলেই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন লাবণী ভৌমিক।

আরামবাগে আলুর বিকৃত আকৃতি জন্য বিক্রি হচ্ছে না আলু, মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আলুর বিকৃত আকৃতি দেখে হতবাক চাষিরা। বাজারে এই আলু বিক্রি না হওয়ায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে আরামবাগ মহকুমার আলু চাষিরা। আলুর অদ্ভুত আকৃতি হওয়ার জন্য বিক্রিতে সমস্যায় চাষিরা। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর এক ও দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়া, চকবেশে এলাকায়। চাষিরা জানিয়েছেন, প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ বিঘা জমির আলুর এই অবস্থা। কেউ কিনতেই চাইছেন না। অথচ তাঁরা বিঘে প্রতি ৪০ হাজার টাকা খরচ করে আলু চাষ করেছিলেন। বীজের সমস্যার জন্য এখন সমস্ত আলুই মাঠে পড়ে রয়েছে। যার কাছ থেকে বীজ নিয়েছিলেন তাঁকে বারবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। ফলে বড় ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে আরামবাগ ব্লকের কয়েকশো চাষি। তাঁরা বলছেন, লাভ তো দূরের কথা, চাষের খরচই উঠবে না। এই সময় আরামবাগ মহকুমার নানা প্রান্তে জোরকদমে চলছে আলু তোলার কাজ। কিন্তু, মাঠে গিয়ে মাথায় হাত চাষিদের। মলয়পুর ১ পঞ্চায়েত এলাকায় চাষের একটা বড় অংশের অভিযোগ এলাকার আলু বীজ ব্যবসায়ী বিরুদ্ধে। চাষিদের অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী তাঁদের নকল আলু বীজ দিয়েছেন। তাতেই হয়েছে বড় ক্ষতি। যে আলু ফলেছে তা খাওয়ার উপযুক্ত নয় বলেও অভিযোগ। একইসঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলু বসানোর পর থেকেই চাষবাসে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। লেগেছে ধসা। তাতেও ফলন অনেকটা কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আলু চাষি অসিত সরকার জানান, প্রায় ১৫-১৬ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। কিন্তু বেশি ভাগ জমির আলু বিকৃত আকৃতির। এই জন্য এই আলু বিক্রিযোগ্য নয়। বাজারে কেউ আলু কিনতে চাইছে না। বহু চাষি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আদিত্য দত্ত নামে এক আলু বীজ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বীজ কেনা হয়। আলু বীজের গন্ডগোলের জন্যই এই বিকৃতি আকৃতির আলু হয়েছে। অপরদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শ্যামল মিশ্র বলেন, এই ঘটনার কথা শুনেছি। তবে কোনও চাষি এখনও পর্যন্ত দপ্তরে জানায়নি। আমরা বিষয়টা নিয়ে কৃষি দপ্তরে আলোচনা করে পদক্ষপ নেব। সবমিলিয়ে আলুর বিকৃত আকৃতি নিয়ে রীতিমতো শোরগোল আরামবাগের চাষি মহলে।

SBI এসবিআই এগ্রিকালচার কমার্সিয়াল ব্রাঞ্চ রুদ্রনগর (০৬৪৮১)
পোঃঅঃ- রুদ্রনগর এবং থানা- সাগর জেলা: ২৪ পরগনা (দঃ) পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭৩ ই-মেল: sbi.06481@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী বিনোদ কুমার পাত্র, যিনি **এসবিআই এসিবি রুদ্রনগর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (২৪.০৩.২০২৫) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (২৫.০৩.২০২৫) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিনোদ কুমার পাত্র

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৫.০৩.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১২.০০০ নিট ওজন ৯.০০০	৩টি চেন এবং দুল

তারিখ: ১১.০৩.২০২৫
স্থান: রুদ্রনগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া
কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩৫

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৬.১২.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা - মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্স, স্বত্বাধিকারী - শ্রী বরুণ মন্ডল,** গ্রাম - ছরসরতি, থানা - কল্যাণী, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ এবং **শ্রীমতী প্রীতিরানি মন্ডল (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী বরুণ মন্ডল **কল্যাণী আই ই শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩০,৫৫,৫০০.০০ টাকা** (তিরিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কল্যাণী আই ই শাখার ৩০,৫৫,৫০০.০০ টাকা** (তিরিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ১ শতক , সম্পত্তি বরুণ মন্ডল এর নামে, আরএস দাগ নং ৮০৯, এলআর দাগ নং ৮৩২,এবং জেএল নং ৪৯, মৌজা : সরাতি , এডিএসআর কল্যাণী অধিক্ষেত্রে, উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৯৮ -২০১৫ সালের।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : উত্তর রায়ের সম্পত্তি ; পূর্বে : বরুণ মন্ডলের সম্পত্তি ; পশ্চিমে : সুষমা মন্ডলের সম্পত্তি।
২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৪.৯৫ শতক বা ৩ কাঠা , সম্পত্তি বরুণ মন্ডল এর নামে, আরএস দাগ নং ৮০৯, এলআর দাগ নং ৮৩২, জেএল নং ৪৯, মৌজা : সরাতি, এডিএসআর কল্যাণী অধিক্ষেত্রে, উল্লেখ্য দলিল নং ২০১৬-২০১১ সালের।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : সদানন্দ বিশ্বাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : খালি জমি সম্পত্তি! পশ্চিমে : শোভা রায়ের সম্পত্তি।

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মহালক্ষ্মী পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U21016WB1973PTC029014) রেজিস্টার্ড অফিস ২৭১, জি টি রোড, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, মঙ্গলবার ৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"বিহার রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
২৭১, জি টি রোড, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দরখাস্তকারীর পক্ষে
মহালক্ষ্মী পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
দিলীপ কুমার গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন-০০৪২২৫৮১
তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ২৫ মার্চ ২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ১২ এপ্রিল ২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৫ এপ্রিল ২০২৫ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৭,২৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ২৮.০৩.২০২৫ থেকে ০৪.০৪.২০২৫ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **১২.০৪.২০২৫ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।**

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩
তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : রুরকি

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬ ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১২০, কলকাতা
ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

A/C. No. :- 40553565429 (HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.১২.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শংকর দাস রায়, পিতা বাসুদেব রায়, ঠিকানা - সুরি নার্সিংহোমের নিকট, বরবাগান, সুরি - ১, বীরভূম সুরি, পিন - ৭৩১১০১,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩০,৫৬,৪৮৭.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছাপান্ন হাজার চারশ সাতাশি টাকা) ০৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৩০,৫৬,৪৮৭.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছাপান্ন হাজার চারশ সাতাশি টাকা) ০৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
দলিল নং ১-১০১০২২ তারিখ ০৮.০৩.২০২২।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ৩এ,** ৪র্থ তলে, ব্লক সি, এসডি অ্যাকুয়া ভিউ হাউসিং কমপ্লেক্স, ৩২০, যশোর রোড, কলকাতা ৭০০১২৯, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া - **১০৭ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া **৬২৪ বর্গফুট** মোট এরিয়া ৬ বিঘা ৯ কাঠা ১২ ছটাক ২৭ বর্গফুট সমপরিমাণ ৯৩.৪১৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সাহারা, জেএল নং ৪৬, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ১৩১(অংশ), ৪৩২, ৪৩৪, (অংশ), এবং ৪৩৫, খতিয়ান নং ৪৭, ১১১, ১২৬/৭৫, ৩৫৯, ৩৯৩, এবং ৫০১ এবং নতুন এলআর দাগ নং ৭৩৩, ৭৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৭, ২১৫৭, ২০৩১২২৩৭, ২৭২৭, ২৭২৫, ২৭২৪, ২৭২৬, বর্তমান হোল্ডিং নং ৩২০, নিউ যশোর রোড, ওয়ার্ড নং ১৯ (পুরানো), নতুন ওয়ার্ড নং ২১, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, থানা : এয়ারপোর্ট (পূর্বতন বারাসত), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২৯।
সম্পত্তি শঙ্কর দাস রায়, পিতা বাসুদেব রায় এর নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সর্দারপাড়া; **দক্ষিণে :** নিউ যশোর রোড; **পূর্বে :** মোটর গ্যারেজ; **পশ্চিমে :** নোয়াই ক্যানাল।

তারিখ - ০৫.০৩.২০২৫
স্থান - ব্যারাকপুর
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সাত্যকি চ্যাটার্জি পিতা শ্রী সর্বজিৎ চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি, স্বামী শ্রী সাত্যকি চ্যাটার্জি- ২৭৭, যোধপুর পার্ক সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৬৮ এবং ৩য়তল, ২৬৭/১, লেক গার্ডেনস (পূর্বতন পরিচিত - ১৭০, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড), থানা : লেক, কলকাতা ৭০০০৪৫,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,৭৯,৩৮৭.২৩ টাকা (সাতাশ লাখ উনআশি হাজার তিনশো সাতাশি টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা ২৪.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের দেয় দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ মার্চ ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির **প্রতীকী** দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২৭,৭৯,৩৮৭.২৩ টাকা (সাতাশ লাখ উনআশি হাজার তিনশো সাতাশি টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা ২৪.১২.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় তিনতলা পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ বাথ-প্রিভি, ৩ ব্যালকনি এবং এক কাজের লোকের/স্টোর রুম, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৭৫ বর্গফুট** এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং বি, পরিমাণ এরিয়া **১২০ বর্গফুট** একতলায় ভবনের এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা : আরাকপুর, জেএল নং ৩৯, পরগনা : খাসপুর, তৌজি নং ৫৬, সিএস দাগ নং ৫১, সিএস খতিয়ান নং ১১২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৭/১, লেক গার্ডেনস (পূর্বতন পরিচিত ১৭০, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড), কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ০৯৩ অধীন, থানা: লেক, কলকাতা : ৭০০০৪৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমি মিনিট ২ কাঠা ৬ ছটাক ৪২ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন,মৌজা আরাকপুর, জেএল নং ৩৯, পরগনা খাসপুর, তৌজি নং ৫৬, সিএস দাগ নং ৫১, সিএস খতিয়ান নং ১১২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৭/১, লেক গার্ডেনস (পূর্বতন ১৭০ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড), কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৩, থানা : লেক, কলকাতা : ৭০০০৪৫ জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
স্বত্ব দলিল নং বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪০৪৭০ থেকে ১৪০৫০৪, দলিল নং ১৬০১০৩৯৭৬-২০১৮ সালের।
সম্পত্তি শ্রী সাত্যাকি চ্যাটার্জি পিতা শ্রী সর্বজিৎ চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি স্বামী শ্রী সাত্যকি চ্যাটার্জি এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৭০/৫, লেক গার্ডেনস; **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ১৭০/৩৩, লেক গার্ডেনস; **পূর্বে :** ২৫ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১৭০/বি/২৫১ লেক গার্ডেনস।

তারিখ - ১০.০৩.২০২৫
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : "বৈভব" ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
টেলি নং-০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ই-মেল : smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং নোটিশ

এতদ্বারা সদস্যগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের (**আইন**) কোম্পানি আইনের ১০৮ এবং ১১০ ধারার প্রযোজ্য সংস্থান এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, সংশোধিত মতে (**ম্যানেজমেন্ট রুলস**), অধীনে জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার ("**এমসিএ সার্কুলারস**") কর্তৃক জারিকৃত এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া, কর্তৃক জারি করা, সেবি সার্কুলার নং সেবি /এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২, সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/ সিআইআর/ ২০২৩/১৬৭ এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, সংশোধিত মতে ("**এলওডিআর রেগুলেশনস**") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, রুলস এবং রেগুলেশনস (অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংশোধনী(গুলি) অনুযায়ী বা পুনর্প্রনয়ণ, সাময়িক প্রবর্তন), অনুযায়ী এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (কোম্পানি) রিমোট ই-ভোটিং (ই-ভোটিং) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিশেষ প্রস্তাবসমূহের সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য আগ্রহী।

বিশেষ প্রস্তাবের বিবরণ
কোম্পানির নাম পরিবর্তন এবং কোম্পানির মেমোর্যান্ডার অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন এর সংশোধনী

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি ১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা ৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখ ("**কাট-অফ ডেট**") পর্যন্ত কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত।
উক্ত নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com, বিএসই লিমিটেড ("**বিএসই**") এর ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক বিভাগ www.bseindia.com এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ("**সিএসই**") www.cse-india.com পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ("**সিডিএসএল**") এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com -এ।
এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, সদস্যরা কেবল ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গণনা করা হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের ধারণকৃত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার না থাকায় যেকোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।
কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ("সিডিএসএল") এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ই-ভোটিং ১১ মার্চ, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এবং ৯ এপ্রিল, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যারা প্রকৃতভাবে শেয়ার ধারণ করেন তাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করে সভার নোটিশ, রিমোট ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী এবং ভিসির মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী পেতে পারেন।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য বোর্ড শ্রী সুধাংশু শেখর পানিগ্রাহী, (আইসিএসআই সদস্যপদ নং ২৩১৮৭) (সিপি নং ১৯৬৪৯) অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে স্ক্রুটিনাইজার ("**স্ক্রুটিনাইজার**") হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ইমেল করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩ এ যোগাযোগ করতে পারেন।
ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর, যাচাই-বাছাইকারী চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং ফলাফল ১১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.smifscap.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট (www.cdslindia.com) এও প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ - লিখে জানাতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ কল করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
পুনম ভাটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ মার্চ ২০২৫

শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং ০৫/এন তাং- ৭/০৪/১৯৫৬ টি ডি ব্যানার্জী রোড শক্তিনগর নদিয়া
নোটিশ তাং ১০/০৩/২০২৫

বিষয় সমিতির বিশেষ সাধারন সভা

এই সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যা/ভোটারদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলি নির্বাচনের জন্য আগামী ২০/০৪/২০২৫ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকায় শক্তিনগর হাইস্কুলে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সহকারি নির্বাচন আধিকারিকগনের তত্ত্বাবধানে সমিতির পরিচালক মন্ডলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সমস্ত ভোটারদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
অমল কৃষ্ণ অধিকারী ১০.০৩.২৫

স্পেশাল অফিসার, ও আহ্বায়ক, শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
এই সমিতির সমস্ত ভোটারদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলি নির্বাচনের জন্য নীম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। মোট ৯ (নয়) জন পরিচালক নির্বাচিত হবে, যার মধ্যে ২(দুই) জন মহিলা ও ১ (এক) জন তপশিলি জাতি / উপজাতির জন্য সংরক্ষিত । তপশিলি জাতি / উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বদ্বিতা করতে হলে প্রার্থীকে মহাকুমা আধিকারিক কর্তৃক প্রদান করা শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। সমস্ত ভোটারদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্র নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়ন পত্র গ্রহন	১৭/০৩/২৫ ও ১৮/০৩/২৫	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩টা	সমিতির অফিস গৃহ
২.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২০/০৩/২০	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩টা	সমিতির অফিস গৃহ
৩.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২০/০৩/২০	বিকাল ৩টার পর	সমিতির অফিস গৃহ
৪.	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২১/০৩/২০	বিকাল ৩টার পূর্বে	সমিতির অফিস গৃহ
৫.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২১/০৩/২০	বিকাল ৩টার পর	সমিতির অফিস গৃহ
৬.	প্রতীক বন্টন	২৫/০৩/২০	দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ২টা	সমিতির অফিস গৃহ
৭.	ভোট গ্রহন	২০/০৪/২৫	সকাল ১১টা থেকে বিকাল ২টা	শক্তিনগর হাইস্কুল
৮.	ভোট গননা ও ফল ঘোষনা	২০/০৪/২০	ভোট গ্রহনের পরে	শক্তিনগর হাইস্কুল

প্রকাশ থাকে সমিতির পরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বীর/ ভোটারের সমবায় আইন সম্মত যোগ্যতা থাকতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশনা প্রয়োজন অনুসারে সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে । মনোনয়ন পত্র সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে ।

Sd/- Assistant Returning Officer
Shaktinagar S.K.U.S. Ltd. 10-03-2025

নিলামের বিজ্ঞপ্তি
ACHIIEVERS FINANCE
Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PLC082118
32/A, D.H Road, Sakherbazar Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: www.achiieversfinance.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 21/03/2025 তারিখে সকাল 11.30টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামে অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য 100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর : 7118, 7122, 7141, 7142, 7143, 7147, 7162, 7165, 7177, 7185. **বারুইপুর** : 4446, 4479, 4490, 4575. **কাকদ্বীপ** : 23916, 23953. **ক্যানিং** : 7648, 7680, 7689, 7775. **ফুলিয়া** : 8663, 8668, 8786. **ডায়মন্ডহারবার** : 5152, 5251, 5273, 5293, 5383, 5386. **যাদবপুর** : 789. **বারাসাত** : 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 642, 654, 658, 659, 666, 668, 679, 680, 681. **দমদম** : 223, 244, 272, 295, 300, 312, 328. **সোদপুর** : 42, 47. **চন্দননগর** : 44. **লক্ষ্মী সাগর (ওড়িশা)** : 240. **VKIA জয়পুর** : 32, 33, 34, 36.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 28/03/2025 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ 11/03/2025
Authorized Signatory
For **Achiievers Finance India Lmtd**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ১৮/০৯/২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানি দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন)
রেজি. অফিস : গ্রাম এবং পো : খামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১,
(CIN: U15410WB2012PTC177072)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের(দেউলিয়াগ্রস্ত অধীন) (কর্পোরেট ডেটর) এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন এর ৩২ এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে বা ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং তপশিল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) রেগুলেশন ৩২এ, রেগুলেশন ৩২ এর ক্লজ (সি) অনুযায়ী যৌথভাবে অ্যাসেট সেট বিক্রি করা হবে নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** মাধ্যমে।
মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা (BAANKNET) **https://ibbi.baanknet.com** মাধ্যমে ডাক সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	১১.০৩.২০২৫
২.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ বা অবধান (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)	১১.০৩.২০২৫ থেকে ০২.০৪.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৩.	আগ্রহী দরদাতা কর্তৃক উপযুক্ততা সহ টেন্ডার আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.০৪.২০২৫ থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৪.	আগ্রহী ডাকদাতা কর্তৃক বায়না জমার সময়	০৫.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে মঙ্গলবার ০৮.০৪.২০২৫ (#)
৫.	নিলামের তারিখ এবং সময়	**ব্লক -এ জন্য** : সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০ টা (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) **ব্লক - বি জন্য** : দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
৬.	সর্বোচ্চ ডাকদাতার ঘোষণা	০৯.০৪.২০২৫ (*)
৭.	সফল ডাকদাতার ঘোষণা	১৫.০৪.২০২৫ (*)
৮.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। cirp.yummzfoods@gmail.com

(#) কোনও কারণে ই-নিলাম -ব্লক -এ অধীনে (সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ০১.৩০ পর্যন্ত) সফল হলে ই-নিলাম প্রক্রিয়া -ব্লক -বি অধীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।
(*) সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ১২এ অধীনে সর্বোচ্চ ডাকদাতার তিনদিনের মধ্যে ঘোষণার পর লিকুইডেটর সর্বোচ্চ ডাকদাতার আচরণ এবং অবধান বিষয়ে উপযুক্ততা যাচাই করবেন।
কোডের ধারা ১২বি অধীনে লিকুইডেটর নিলামের ফলাফল, সর্বোচ্চ ডাকদাতার বিস্তারিত এবং আচরণের অবধান বিষয়ে কনসালটেশন কমিটির নিকট রেগুলেশন ৩১এ অধীনে প্রকাশ করবেন।
সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ১২সি অধীনে লিকুইডেটর কনসালটেশন কমিটির সহিত আলোচনাক্রমে ৩১এ রেগুলেশন অধীনে সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষণা বা ডাক বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
এ	২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে।				
	ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-চালু সংস্থা হিসেবে কোম্পানির সম্পদ বিক্রি "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে। সম্পত্তির অবস্থানের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : কামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১	০৮.০৪.২০২৫, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত	৪,৮৪,০০,০০০ টাকা (চার কোটি চুরাশি লাখ টাকা)	৪৮,৪০,০০০ টাকা (আটচল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)	৫ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা)

কোনও কারণে ব্লক-এ অধীন ই-নিলাম সফল হলে, পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন ব্লক -বি অধীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
বি	**যৌথভাবে সম্পদের সেট**, জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং শেয়ারসমূহ এবং আর্থিক সম্পদ -সমুদয় ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"।				
	ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-যৌথভাবে সম্পদের সেট-যেমন- জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং শেয়ার এবং আর্থিক সম্পদ, "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে, সম্পত্তির ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : কামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১	০৮.০৪.২০২৫, দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	৪,৮৪,০০,০০০ টাকা (চার কোটি চুরাশি লাখ টাকা)	৪৮,৪০,০০০ টাকা (আটচল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)	৫ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা)

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত মতে :
১. ই-নিলাম সম্পাদিত হবে **"যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।
২. মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) ওয়েবপোর্টাল/ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com** কর্তৃক অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা পরিচালিত হবে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে। আগ্রহী ডাকদাতাদের নিজ নিজ নাম, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে হবে **https://ibbi.baanknet.com**-এ।
সহায়তার জন্য যোগাযোগ : **support.baanknet@psballiance.com/ মোবাইল নম্বর + ৯১ ৮২৯১২২০২২০**
লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী ঋষি মুরারকা ইমেল cirp.yummzfoods@gmail.com, যোগাযোগ নং ৯৮৩০৬১৩৪৯৪।
৩. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই- নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে যা **https://ibbi.baanknet.com** এ উপলব্ধ নিয়ম এবং শর্তাদির সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে।
৪. কোম্পানির সম্পদের বিস্তারিত তথ্য, অনলাইন ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার ফর্ম সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে "ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্ট"।
৫. উক্ত সম্পদের বিবরণ বিবৃত লিকুইডেটরের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু লিকুইডেটর কোনও ত্রুটি বা ছাড়ের বিষয়ে ঘোষণার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৬. এটি স্পষ্ট করা হয় যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে করে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটরের সম্পূর্ণ অধিকার আছে যেকোন বা সমস্ত অফার(গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা ই-নিলাম স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার বা নিলামের কার্যক্রম থেকে এর কোনো সম্পদ প্রত্যাহার করার কোনো কারণ ব্যতিরেকে।
৭. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং রেগুলেশনস-সময়ে সময়ে সংশোধনী সাপেক্ষে এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান সাপেক্ষে বিক্রয় সম্পাদিত।
৮. আগ্রহী ডাকদাতা আবশ্যিকভাবে "ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্ট"-এ নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদির সম্মতিক্রমে এবং সমগ্র বিষয়টি জ্ঞাত হয়ে এই নিলামে অংশ নেবেন।
৯. কোডের ৩৫ এর ধারা (এফ) কারণের বিধান অনুসারে, আগ্রহী দরদাতা দর জমা দেওয়ার যোগ্য হবেন না যদি এটি কোডের ধারা ২৯এ-তে নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। সম্ভাব্য ডাকদাতাগণকে অঙ্গীকার ঘোষণার মাধ্যমে জানাতে হবে তারা কোনও সময়ই সংশ্লিষ্ট কোডের ২৯এ ধারা অধীনে অনুপযুক্ত বলে গণ্য হননি এবং যেকোনও স্তরে তারা অনুপযুক্ত বলে গণ্য হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
১০. বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
AFA বৈধ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত
যোগাযোগের মেল আইডি : cirp.yummzfoods@gmail.com
নিবন্ধিত মেল আইডি : sanjeevjhunjhunwala@gmail.com
সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩
তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

মহিলাকে নির্যাতনের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

হেনস্তা অগ্নিমিত্রা পলকে, প্রতিবাদ মিছিল থেকে বিজেপির ৩০ জন সমর্থক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এখন তিনি বিজেপি করেন না, এরকম লিখিত মুচলেকা জমা দিতে গিয়েই, তৃণমূল পার্টি অফিসে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বিজেপির এক প্রাক্তন নেত্রী। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নারায়ণগড় ব্লকের মকরামপুরে। তৃণমূলের পার্টি অফিসের মধ্যেই এক মহিলাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি লক্ষ্মী শিটের বিরুদ্ধে। অসুস্থ অবস্থায় মহিলাকে প্রথমে মকরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। তারপর মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। মেদিনীপুর মেডিকেলে তিনি চিকিৎসাধীন। নির্যাতিতার স্বামীর অভিযোগ, একসময় তার স্ত্রী বিজেপির সক্রিয় কর্মী ছিলেন কিন্তু তিনি আর এখন বিজেপি করেননি সেই কথা লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দিয়েছিল তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি। সেই মতো তৃণমূলের স্থানীয় মকরামপুর অফিসে জানাতে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। আর তখনই তার উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। নির্যাতিতার স্বামীর অভিযোগ, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তার স্ত্রীকে। জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী অভিযোগ এফআইআর করা হয়েছে।

তবে অভিযোগের তেমন কোনও প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। মেডিক্যাল টেস্টেও তেমন কিছু নেই। জেলা বিজেপির নেতা রমা প্রসাদ গিরি জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তারা হাইকোর্টে যাবেন। জেলা পুলিশের উপর তাদের আস্থা নেই। এজন্য পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

এদিকে বিজেপির মহিলা কর্মীকে নির্যাতনের প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে উত্তাল মেদিনীপুর শহরের জেলাশাসক কার্যালয়ের বাইরে। নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পল। প্রায় ৩০ জন কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পালকে পুলিশ টানতে টানতে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেও ফের তিনি জেলাশাসকের অফিসের গেটের বাইরে বসে যান। একটাই দাবি অবিলম্বে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা লক্ষ্মীকান্ত শিটকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

মহিলার অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: বারবার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করেও রেহাই মিলল না। মহিলার অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগ ওঠার প্রায় ৬ মাস পরে দিল্লি থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করল আমডাঙা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ সুজাউদ্দিন মোল্লা (৩০)। ছবি ভাইরালের বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই মহিলা আমডাঙা থানায় ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে দিল্লি থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে সোমবার ধৃত যুবককে আনা হয় আমডাঙা থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত মহম্মদ সুজাউদ্দিন মোল্লার বাড়ি আমডাঙার শিকারা গ্রামে। মঙ্গলবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হবে।

মহিলার অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছিলেন আমডাঙার বাসিন্দা সুজাউদ্দিন। সেই ছবি ভাইরাল হয়। ওই মহিলা ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে আমডাঙা থানায় সুজাউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন সুজাউদ্দিন। পলাতক অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করতে থাকে পুলিশ। কিন্তু কখনও মধ্যপ্রদেশ, কখনও দিল্লিতে গা ঢাকা দিয়েছিল সে। ঘন ঘন মোবাইলের নম্বর পরিবর্তন করায় সুজাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করতে বেগ পেতে হয়েছিল পুলিশের। সম্প্রতি দিল্লিতে তাঁর গা ঢাকা দেওয়ার খবর জানার পরেই দিল্লিতে যায় আমডাঙা থানার পুলিশের একটা টিম। শেষে গত শনিবার দিল্লির গান্ধিনগর এলাকা থেকে মহম্মদ সুজাউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় আদালতের মাধ্যমে দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে সোমবার ধৃত সুজাউদ্দিনকে নিয়ে আমডাঙা থানায় পৌঁছয় পুলিশ।

দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিএলআরও অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: একাধিকবার ভূমি দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে আধিকারিকদের সতর্ক করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেও একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে। এবার দুর্নীতির অভিযোগে বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের বিএলআরও অভিজিৎ নিয়োগীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো উত্তর ২৪ পরগনা ল-ক্লার্কদের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, বারাসাত বিএলআরও অফিসে ঘুঘুর বাসা। রাতের অন্ধকারে টাকা পয়সার বিনিময়ে নানা দুর্নীতি হচ্ছে। প্যাকেটে করে টাকা যাচ্ছে নানা আধিকারিকের কাছে। আর একের পর এক দুর্নীতি হয়ে চলেছে। তাই এই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে সোমবার তারা প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত করেন এবং তাদের বক্তব্য পেশ করেন বিএলআরও অফিসের গেটে। পরবর্তীতে সে বিষয়ে তারা বিএলআরও এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে, অভিজিৎ নিয়োগী মুখের ওপর তাদের বলে দেন সময় নেই পরে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা কথা বলতে গেলে তিনি সরাসরি বলেন মিডিয়া হলে ঘরে প্রবেশ করবেন না মিডিয়ার সঙ্গে কোনও কথা নেই। তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কিছু মানুষ একযোগে ঘরে ঢুকে কিছু অভিযোগ করেছেন। তাদের যা বলার বলে দিয়েছি। এবিষয়ে আর কিছুই বলার নেই। তবে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

যুবক ও এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: সোমবার সকালে এক যুবক ও এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য চড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত বামুনিয়া এলাকায়। বামুনিয়া সংলগ্ন এলাকায় মাঠের মাঝখানে একটি গাছে দু'জনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় এলাকার চাষিরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে দেহ দু'টি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পাহারহাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘি থানার অন্তর্গত বালিশা গ্রামের বাসিন্দা অমিত রানা এবং সাগরিকা সাঁতরা। ছেলেটির আনুমানিক বয়স ২৫বছর এবং মেয়েটির আনুমানিক বয়স ১৯ বছর। বড় পলাসন ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনিয়া এলাকায় ফাঁকা মাঠে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে দু'জনে। তবে কী কারণে এই ঘটনা তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বিহারের ৯ জন ভুয়ো ভোটারের হদিস মিলল, বিজেপির চক্রান্ত বলে তৃণমূল নেতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরে বিহারের ৯ জন ভুয়ো ভোটারের হদিস মিলল। সোমবার ভোটার কার্ডের তদারকি করতে গিয়ে মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য তথা হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল নেতা বুলবুল খান ভুয়ো ভোটারের হদিস পান। আর এই ঘটনার পিছনে বিজেপির চক্রান্ত রয়েছে বলে ওই তৃণমূল নেতার অভিযোগ।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন একই গ্রামের ভোটার তালিকায় প্রায় নয়জন বিহারের ভোটারের বিষয়টি জানতে পারেন জেলা তৃণমূলে সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান। যাদের বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। আবার বাংলার ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, এরকম আরো বহু ভোটার আছে। শুধু ঘুরলে হবে না সঠিক জায়গায় তদন্ত করতে হবে। বিষয়টি জানানো হয়েছে প্রশাসনকেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মালসাবাঁধ এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে এদিন সেখানে যান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। সেখানে গিয়ে তালিকা খতিয়ে দেখতে তিনি জানতে পারেন প্রায় নয়জন বিহারের ভোটার রয়েছেন সেই বুথের ভোটার

তালিকায়। যাদের আবার বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। তারপর তিনি বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। বুলবুল খান জানিয়েছেন, এরকম আরো বিহারের ভোটার ঢুকে আছে এখানকার তালিকায়। সঠিক ভাবে খতিয়ে দেখলে সেটা পাওয়া যাবে। আর এটা বিজেপি করছে বলেও অভিযোগ তার।

এব্যাপারে বিজেপির জেলার সহ সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, এদের এখানকার ভোটার তালিকায় তৃণমূল ঢুকিয়েছে। ভোটের সময় তারা তৃণমূলকে ভোট দিতে যায়। এখন সবটা নাটক করছে।

কুসংস্কার কুপ্রথা মুক্ত দেশ গড়তে গুয়াহাটি, কামাক্ষায় স্বপন বাউল

বনস্পতি দে ● হুগলি

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার পরই অসমের গুয়াহাটিতে পুরস্কারের জন্য ডাক পেলেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশন ফোরাম গুয়াহাটি অসম থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশীর্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল গুয়াহাটিতে শ্রীমন্ত শঙ্কর কৃষ্টি বিকাশ সমিতি প্রেক্ষাগৃহে স্টেট প্রাইড অ্যাওয়ার্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত হন। স্বপন বাউলকে পুষ্পস্তবক উত্তরীয়, মানপত্র ও পুরস্কার দিয়ে মঞ্চে সম্মানিত করতে পেরে অসম গুয়াহাটির অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা খুশি। পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল স্বপন দত্ত গুয়াহাটি শহরে ও কামাক্ষা মন্দিরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ করার জন্য বাউল গানে বার্তা দেন।

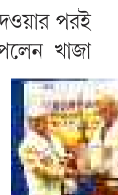

স্বপন বাউল গানে গানে বলেন, 'আমাদের ভারতবর্ষর বিভিন্ন রাজ্যে এখনও অনেক মানুষই কুসংস্কার কুপ্রথায় আচ্ছন্ন। এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ সচেতন নয়। সেই কারণেই আজও মানুষ সাপে কামড়ালে হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যায় ও রোগীর মৃত্যু হয়। স্নায়ু রোগ আছে মানুষ জ্ঞান হারালে বা মূর্ছা গেলে গুনিন জানগুরদের ডাকে ওরা ভূত ডাইন ধরেছে বলে অত্যাচার করে অনেক সময় মেরে ফেলে। আবার কুসংস্কার আচ্ছন্ন তান্ত্রিক সাধুরা সিদ্ধি লাভ করতে এখনও অনেক জায়গায় মন্দিরে নরবলি দেয়। জাত পাত বর্ণ গোষ্ঠী ও ধর্মের গোঁড়ামিতে ও রোগ বালাইকে ছোঁয়াচে রোগ বলে অনেক মানুষকে একঘরে করে সমাজ। ও নারী জাতিকে বেছে বেছে মেয়েদের ঔপর নানা রকম দোষ, অপয়া, বদনাম, দুর্নাম দিয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। দেশে আইন আদালত কোর্ট পুলিশ থাকতেও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ তাদের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে এই বিজ্ঞানের যুগেও।'

স্বপন বাউল বলেন, 'দেশের সরকার কে কঠিন আইন আনতে হবে জনগণকে সচেতন করতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের সচেতনতার বড় অভাব অশিক্ষা কুশিক্ষার ফলই আজও কুসংস্কার কুপ্রথার বাড়বাড়ন্ত। তাইতো মধ্য যুগের বর্বরতা আজও অনেক রাজ্যের ঘটনা ঘটে চলে। আমি যেমন বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতিময় পৃথিবী চাই তেমনই আমার ভারতবর্ষ সকল রাজ্য কুসংস্কার কুপ্রথা মুক্ত হোক, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ হোক।' সুদূর পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে অসমের গুয়াহাটি ও কামাক্ষা মন্দিরে বাউল গানে কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ করতে দেখে ভিন রাজ্যবাসীরা মুগ্ধ।

আরও বলেন, 'এদিন অসমের কামরূপ কামাক্ষা হাজার হাজার ভক্তবৃন্দদের মাঝে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীর সুবাদে মন্দিরে গর্ভগৃহে)জ্জঞ্ঝ পাশে প্রবেশ করে কামাক্ষা মায়ের পুজো দিলাম। আপনাদের সকলের ও জগতের মঙ্গল কামনায় পুজো দিলাম মাকে দর্শন করে স্পর্শ করলাম আশীর্বাদ নিলাম এবং মন্দিরের গায়ে মূর্তির সামনে আপনাদের ও ভক্তবৃন্দদের নানান সমস্যা সমাধানের জন্য তন্ত্র বিদ্যা মতে যে কাজের জন্য যা যা উপকরণ দরকার সেই সেই কাজের জন্য সকল উপকরণ জোগাড় করে মায়ের কাছে সকলের কাজ করে দিলাম বহু ভক্ত আমার মাকে পুজো করা দর্শন করছিলেন তাদের জন্য ও মঙ্গল কামনা করলাম। সকলেই বলুন মা কামাক্ষা মায়ের জয় আপনাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হবেই। কামাক্ষা মন্দিরে ভক্তবৃন্দরা বসে আমার কামাক্ষা মাকে ডাকা দেখছিল আর বলছিল জয় কামাক্ষা মায়ের জয় আমার জীবন ও ধন্য কামাক্ষা মায়ের মন্দিরে সকলের ভালোবাসা পেলাম। পরে কুসংস্কার কুপ্রথা মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাউল গানে কামাক্ষা মন্দিরে দেশের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে মন্দিরের আগত ভক্তবৃন্দদের ভালোবাসা পেলাম।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩৭,৬১,৫২১.০০ টাকা ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সাব্বির খান,** পিতা শ্রী নাদির খান, **ঠিকানা** - প্লট নং ১৩৩, ক্যানেল রোড, ধানাহারা, মাঝিহারা, খুরদা, ওড়িশা - ৭৫২১০৩ **এবং** জ্যোতি মোটরস (বিবিআরএস) প্রা. লি. ৪৬২, গৌতম নগর, লিউস রোড, খুরদা, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা - ৭৫১০০২ **এবং** ৪৪৯/এ/২ জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার - ২, ফ্ল্যাট নং ২৪এইচ, ফ্লোর - ২৪, টাইপ - এইচ, মৌজা - মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা - ৭১২২০২ **এবং** কোয়ার্টার নং ২বিবি৭/২, ওমফেড কলোনি, পিকুলনাকহারা, কাছরামল, সদর, কটক, ওড়িশা - ৭৫৪০০১ **শ্রীমতী ইভানা মুফতি** স্বামী সাব্বির খান, **ঠিকানা** - ভক্তা মোড়, বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৬ **এবং** ৪৪৯/এ/২ জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার - ২, ফ্ল্যাট নং ২৪এইচ, ফ্লোর - ২৪, টাইপ - এইচ, মৌজা - মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা - ৭১২২০২ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য : **৩৮,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **৩,৮০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট নং ২৪এইচ, কার্পেট এরিয়া ৫৩৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬৩ বর্গফুট (ব্যালকনি-গুলি/বারান্দা সহ) এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৪ বর্গফুট এবং ১টি মোটর গাড়ি পার্ক করার ঢাকা স্পেস একতলায় হাউসিং কমপ্লেক্সে, অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষোবা ভোগ দখলের অধিকার সহ) কমবেশি ২৫তম তলে টাওয়ার নং ২ হাউসিং কমপ্লেক্স নিউ ক্যালকাটা প্রয়াগ অব অ্যালকভ। উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমিতে নির্মিত ৬.৮৫৪১ একর কমবেশি অবস্থিত এলআর দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১, এবং ১৩৩৫২, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩১ (হ্যাপি নিকেতন প্রা লি এর নামে), মৌজা : মাহেশ, জেএল নং ১৫,থানা : শ্রীরামপুর, হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১৯ এবং ২০, শ্রীরামপুর পুরসভা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২০২, পশ্চিমবঙ্গ।

রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্ব দলিল বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২৩,পৃষ্ঠা ১০৩৫৮৮ থেকে ১০৩৬৩৪, দলিল নং ০৬০৫০৪০৮৯-২০২৩ সালের।

সম্পত্তি শ্রীমতি ইভানা মুফতি, স্বামী শ্রী সাব্বির খান এবং শ্রী সাব্বির খান, পিতা শ্রী নাদির খান এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বাঙ্গাল লক্ষ্মী কটন মিল রোড; দক্ষিণে : জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে অন্যান্যর সম্পত্তি ; পশ্চিমে : শিবতলা লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৩
ফোন-(০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ"
[অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে, আগামী **২৪.০৪.২০২৫ তারিখে, সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**মেসার্স শিবানী বিল্ডার্স** স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুনন্দ সাধুখাঁ, পিতা- শ্রী গৌর মোহন সাধুখাঁ, গ্রাম - সিজা, পোস্ট- খামারগাছি, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৫১৫, পঃবঃ,ত্তশ্রী সুনন্দ সাধুখাঁ মেসার্স শিবানী বিল্ডার্স স্ব -এর স্বত্বাধিকারী পিতা- শ্রী গৌর মোহন সাধুখাঁ, গ্রাম - সিজা, পোস্ট- খামারগাছি, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৫১৫, পঃবঃ, ত্তএবং শ্রীমতী পিঙ্কি সাধুখাঁ স্বামী- শ্রী সুনন্দ সাধুখাঁ, গ্রাম - সিজা, পোস্ট- খামারগাছি, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৫১৫, **শাখা:** ডুমুরদহ	তথায় থাকা কাঠামো সহ কমবেশি ৫ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার অবস্থান- জে.এল. নং ১১৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৩২, আর.এস এবং এল.আর. দাগ নং ৮, সিজা কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন, যার ২০১২ সালের ২১.০৬.২০১২ তারিখের দলিল নং ৩৪৩৯ এবং এডিএসআর চুঁচুড়ায় নিবন্ধিত। বই নং ১, সি.ডি. খণ্ড নং ১০, পৃষ্ঠা ৩৭৮৪ থেকে ৩৮৩৪ পর্যন্ত -তে পিঙ্কি সাধুখাঁর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতমত চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তর-** প্লট নং ৬ এর সম্পত্তি; **দক্ষিণ-** অলোক চক্রবর্তীর সম্পত্তি, প্লট নং ১০; **পূর্ব-** এস.টি.কে.কে. রোড; **পশ্চিম-** ৯ নং প্লটের সম্পত্তি দ্বারা।	**৩৪,৯৫,১৫১/- টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একশো একান্ন টাকা মাত্র) ১০.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **৩১,৬০,০০০/- টাকা** একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র খ) **৩,১৬,০০০/- টাকা** (তিন লক্ষ ষোল হাজার টাকা মাত্র) গ) ২০,০০০/- টাকা **(কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)** ঘ) IDIB50429826529 ঙ) আমাদের জানা নেই চ) প্রতীকী
২.	**শ্রী অসীম দাস,** পিতা- প্রয়াত ভদ্রেশ্বর দাস, গ্রাম - মধুবতী, থানা- সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি, পঃবঃ - ৭১২৪০৯ **শাখা:** বারুইপাড়া মেইন	কমবেশি ৬ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার অবস্থান- মৌজা-রতনপুর , জেএল নং - ৪৯, আরএস দাগ নং ৫৭৫, এলআর দাগ নং ৫৭৫ (পি), এলআর খতিয়ান নং ৪৩৪, ৪১৩, ৬৮৯ বসুবাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি এর অধীনে ২০০২ সালের ২৬.০২.২০০২ তারিখের দলিল নং ৬০৮, বই নং ১, খণ্ড নং ৯, পৃষ্ঠা থেকে। এডিএসএসআর সিঙ্গুরে নিবন্ধিত অসীম দাস ওরফে অসীম কুমার দাসের নামে।	**১২,৭৩,২৫৪/- টাকা** (বারো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র) ১০.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **১২,৮০,০০০/- টাকা** (বারো লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,২৮,০০০/- টাকা** (এক লক্ষ আঠাশ হাজার মাত্র টাকা) গ) **২০,০০০/- টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50086431479 ঙ) আমাদের জানা নেই চ) প্রতীকী

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি : অশ্বিন কুমার দাশ, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)
মানস বিশ্বাস, ডুমুরদহ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোঃ ৮২৯৩৮৯৭৮৯২); মৌমিতা রায়, বারুইপাড়া মেইন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোঃ ৮৫৮৩৮৬৪৫৭৯)

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১০.০৩.২০২৫
স্থান: ব্যান্ডেল

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-অকশনের তারিখ : ২৯.০৩.২০২৫

পঞ্জাব নেশনল বৈংক punjab national bank

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬, ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১) বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির তফসিল

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০], দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩** **মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** রুম নং ১৫, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ১, আর.এন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ **শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার)** প্রয়াত সুরেশ মুখার্জি-র পুত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **শ্রীমতী সুচেতা মুখার্জি (জামিনদার)** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্রী, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার)** শ্রী সমীর মুখার্জি-র কন্যা, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **মিঃ গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার)** প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি-র পুত্র, ছোটবাজার, পোস্ট-নবপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬, জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **মিঃ স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি-র পুত্র, ছোট বাজার পোস্ট-নবপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রীমতী নমিতা চ্যাটার্জি** প্রয়াত নেপাল চ্যাটার্জির (জামিনদার) স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান **শ্রী দেবাশিস চ্যাটার্জি** প্রয়াত নেপাল চ্যাটার্জির (জামিনদার) পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা **১৩.৮৯ একর** যার মধ্যে **২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮** অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন **এলাকা ৯.৮৯ একর** যা **শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত।	ক) **পিএনবি দ্বারা ০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫** খ) **পিএনবি - ১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা** (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং **আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা** সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি গ) **২৩.১১.২০২২** ঘ) দখল - **বাস্তবিক**	ক) ৬৮৪.০০ লক্ষ টাকা খ) ৬৮.৪০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা খ) এসএ নং ১৯০/২০২৩ ডিআরটি-২, কলকাতার সামনে মুলতুবি

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : **https://BAANKNET.com** -তে **২৯.০৩.২০২৫ তারিখ @ সকাল ১১.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** এবং **www.pnbindia.in**
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, **সুধী রঞ্জন পাত্র (সিএম) মোঃ- ৯৪৭৫১৪৫৬৫০** -এর সঙ্গে

তারিখ: ১১.০৩.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর

(সুধী রঞ্জন পাত্র)
অনুমোদিত অফিসার
পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

১০ জনে মায়ামির জয়, মেসি দেখলেন ডাগআউটে বসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্লোরিডা, ১০ মার্চ: মেজর লিগ সকারে সোমবার সকালে শার্লট এফসিকে ১-০ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। দুই ম্যাচ পর সোমবার স্কোয়াডে

থাকলেও দলে ছিলেন না মেসি। খেলা দেখলেন ডাগআউটে বসে এবং জয় দেখলেন ১০ জনের মায়ামির। একজন কম নিয়েও রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় সেই গোল শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করেন তাদেরও আইয়েন্দে। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ৩ ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে মায়ামি। চলতি বছর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬ ম্যাচে অপরাজিত আছে দলটি।

উল্লেখ্য,মেসি সবশেষ মায়ামির হয়ে খেলেছেন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি। ৭ দিনের মধ্যে ৩ টি ম্যাচ খেলার পর টানা ৩ ম্যাচ তাকে পেল না মায়ামি। পেশির অবসাদজনিত কারণের জন্য তিনি খেলছেন না। কোচ মাসচেরানো বলেন, লিও আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। আমরা আশাবাদী যে, যদি সবকিছু ভালোভাবে এগোয়, তাহলে তার পরের ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা আছে।

ওয়ানডে থেকে অবসরের কথা উড়িয়ে দিলেন কোহলি, প্রশংসা করলেন ভারতীয় দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুবাই, ১০ মার্চ: রবিবার দুবাইতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারানোর পর ওয়ানডে থেকে নিজের অবসরের কথা উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতের ব্যাটিং সুপারস্টার বিরাট কোহলি। তিনি বলেছেন, এই মুহূর্তে এ নিয়ে কোনও চিন্তা ভাবনাই করছি না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো খেলাটাই হয়তো কোহলিকে এ কথা ভাবাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছর জুনে ভারত আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের পর কোহলি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নিয়েছিলেন।সেই সঙ্গে

চতুর্থ আইসিসি শিরোপা জয়ী কোহলি স্বীকার করেছেন যে, জানুয়ারিতে শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি সিরিজে পরাজয়ের পর দল সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল। অস্ট্রেলিয়ার কঠিন সফরের পর আমরা ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। অসাধারণ পারফরমেন্স করে ভারতের কিছু তরুণ আজকের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছে। তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতকে সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা প্রভাবশালী ইনিংস খেলেছে এবং স্পেল করেছে, সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টাই তাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে সাহায্য করেছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ‘লাকি চার্ম’ সস্ত্রীক হাজির বোর্ড কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১০ মার্চ: তাঁর বাবা প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেই ট্রফিই এক যুগ পর জিতল টিম ইন্ডিয়া। বাংলার ক্রিকেটের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে দুবাইয়ে ফাইনাল দেখতে মাঠে সস্ত্রীক হাজির ছিলেন অভিষেক ডালমিয়া। আর কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে আইপিএল। অভিষেক ডালমিয়া আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্বভাবতই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ব্যস্ততাও বাড়বে তাঁর। বাবার মতোই ঠান্ডা মাথায় সেই গুরুদায়িত্ব সামলাতে প্রস্তুত তিনি। দুবাইয়ের মাঠে সস্ত্রীক অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গেই এক ছবিতে বাঁদিকে সস্ত্রীক বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ও ডানদিকে সস্ত্রীক বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া।

নতুন আঘাত নেইমারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ১০ মার্চ: কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে আবার নতুন ইনজুরিতে পড়লেন নেইমার। সোমবার পাউলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে সান্তোসের একাদশে ছিলেন না নেইমার। করিন্থিয়াসের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেও গেছে সান্তোস। এমনকি বদলি খেলোয়াড় হিসেবেও সোমবার নামানো হয়নি নেইমারকে। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে।এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নেইমার কেন খেললেন না?

উত্তরে নিজেই নেইমার বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সপ্তাহে আমি ব্যথা অনুভব করেছি। আমি সত্যিই দলকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সকালের পরীক্ষানিরীক্ষার পর আমি আবার অস্বস্তি বোধ করেছি।’ আগামী ২১ ও ২৬ মার্চ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খেলায় কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের আগে সেরে ওঠার জন্য ১০দিনের মতো সময় পাবেন নেইমার। তবে ইনজুরি থেকে সেরে না উঠলে দল থেকে আবারও বাদ পড়তে হবে তাকে। আর তাঁর জন্য তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে পারে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের বাড়িতে ইডি হানা

আক্রান্ত তদন্তকারীরা

রায়পুর, ১০ মার্চ : ছত্তিশগড়ে আবগারি দুর্নীতি মামলায় অ্যাকশন মোডে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। পাশাপাশি ভূপেশের ছেলে চৈতন্যের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। কিন্তু সমস্ত অভিযোগকে মিথ্যা মামলা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। এদিকে, অভিযান চলাকালীন তদন্তকারীদের উপর হামলা চালায় বেশ কয়েকজন। অভিযোগ, হামলাকারীরা কংগ্রেস সমর্থক।

সোমবার ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার মোট ১৪টি জায়াগায় অভিযান চালায় ইডি। এর মধ্যে ভিলাইয়ে ভূপেশ ও তাঁর ছেলে চৈতন্যের বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এর আগেও এই মামলায় ছত্তিশগড়ের বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার সরকারি আধিকারিক ও ব্যবসায়ীকে করেছে ইডি। তারা জানিয়েছে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আবগারি ক্ষেত্রে ২১০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ নয়ছয় হয়েছে। এবং সেই টাকা আবগারি চক্রের সুবিধাভোগীদের নিজেদের পকেটে ভরেছেন। এই দুর্নীতির সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য নেতা, সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি ভূপেশ ও তাঁর ছেলেও যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ ইডি আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত, ভূপেশ বাঘেল ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ২০২৩-এ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হয়। গদি হারান তিনি।

ঝাড়খণ্ডে বাজির দোকানে আগুন, ঝলসে মৃত তিন শিশু-সহ পাঁচ

রাঁচি, ১০ মার্চ: বাজির দোকানে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তিন শিশু-সহ পাঁচ জনের। সোমবার ঝাড়খণ্ডের গড়োয়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

সোমবার দুপুরে গড়োয়া জেলার রঙ্কা থানা এলাকার গোদারমানা বাজারে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিন শিশু-সহ অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আচমকা দোকানে রাখা কাঠের তক্তায় আগুন লেগে যায়। সে সময় দোকানে

বেশ কয়েক জন ছিলেন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গড়োয়ার এসপি দীপক পাণ্ডে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘একটি বাজির দোকানে আগুন লেগে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। তার মধ্যে তিন জনই শিশু। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।’ যদিও ঠিক কী ভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। রঙ্কার এসডিপিও রোহিত রঞ্জন সিংয়ের কথায়, ‘আমরা আহতদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী ছত্তিশগড়ের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।’ তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে পাঁচ মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষকুমার গঙ্গোয়ার এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। নিজের এক্স হ্যান্ডলে হেমন্ত লিখেছেন, ‘গড়োয়ার রঙ্কা থানা এলাকায় একটি বাজির দোকানে আগুন লেগে পাঁচ জনের মৃত্যুর দুঃখজনক খবর পেয়েছি। ‘মারাং বুরু’ মৃতদের আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।’ হেমন্ত আরও জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক চাঙ্গা করতে আগ্রহী কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি!

ওটায়া, ১০ মার্চ: কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের প্রমাণ বারাবার দিয়েছেন। তাঁর জমানাতেই খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুন নিয়ে তলানিতে ঠেকেছে ভারত-কানাডা সম্পর্ক। কিন্তু ট্রুডোর উত্তরসূরি মার্ক কারনি সেই পথে হাঁটতে নারাজ। নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতেই উদ্যোগী তিনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এবার কি কানাডায় খলিস্তানিদের বাড়বাড়ন্ত দমন করবেন নয়া প্রধানমন্ত্রী কারনি? ট্রুডোর ইস্তফা দেওয়ার পর কানাডার মসনদে কে বসবেন, সেনিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। আগামী বছর সেদেশে নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগে দলীয় ভোটে জয়ী হয়েছেন কারনি। লিবারেল পার্টির নেতা হিসাবেও তাঁকে বেছে নিয়েছেন দলের সদস্যরা। তাঁর ঝুলিতে পড়েছে ৮৫.৯ শতাংশ ভোট। কিন্তু নির্বাচনের আগে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেছিলেন, আমি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে চাই। দিল্লির সঙ্গে ওটায়ার অর্থনৈতিক জোটের কথা আমার অজানা নয়। বাণিজ্যিক সম্পর্কে কানাডা বৈচিত্র চায়। তাই আমি অন্যান্য দেশগুলোর সহযোগিতা চাই। এক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গেও সুসম্পর্ক তৈরি করার সুযোগ রয়েছে আমাদের কাছে।

এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে ‘শুল্কযুদ্ধে’ জড়িয়েছে কানাডা। সেদেশের একের পর এক পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভোটে জেতার পর প্রথম ভাষণে তাঁকে একহাত নিয়ে কারনি বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প ফেরায় কালো দিন শুরু হয়েছে। তিনি কানাডার অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য অযৌক্তিক শুল্ক চাপাচ্ছেন। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হতে দেব না। আমরা নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলব এবং আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করব। আমরা

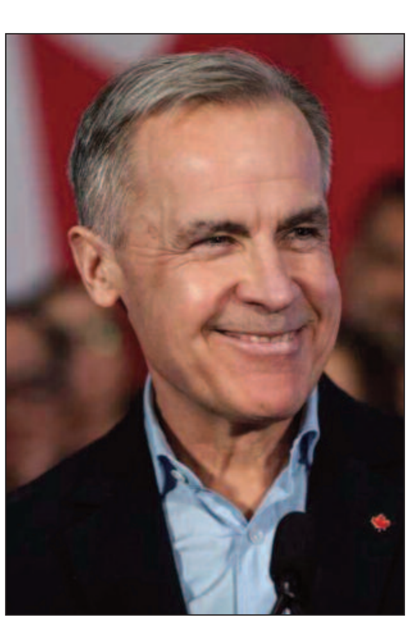

প্রতিশোধ নেব। পালটা শুল্ক আরোপ করব। যার সর্বোচ্চ প্রভাব আমেরিকার উপর পড়বে। ওরা যদি আমাদের সম্মান দেখায় তাহলেও আমাদের শুল্ক বহাল থাকবে। কানাডা কখনই যুদ্ধকে আহ্বান জানায় না। কিন্তু কেউ যদি সেটা চায় তাহলে জয় আমাদেরই হবে।

প্রসঙ্গত, ৫৯ বছরের কারনির সেন্ট্রাল ব্যাংকে কাজ করেছেন। ফলে অর্থনীতি, বাণিজ্য, শুল্ক ইত্যাদি দিয়ে তাঁর সম্যক ধারণা রয়েছে। বিশ্ব মঞ্চে ভারতের গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি অবগত। বিশ্লেষকদের মতে, এখন ব্লক রাজনীতি দেখছে বিশ্ব। আর সেই পথেই হয়তো পা বাড়াচ্ছেন কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী। কারণ ক্ষমতায় ফিরে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। পাশাপাশি কানাডার বিভিন্ন পণ্যের উপরও একের এক কর চাপিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাই আমেরিকাকে চাপে ফেলতে ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছেন কারনি।

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 91/2024-25 & Memo No.: 317, Date: 10.03.2025,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **17.03.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.- WBMAD/ULB/RSM/575/24-25 Dated 10.03.2025. **Name of Work-** Remaining Works of Extention Building of Mahamayatala Local office at Ward No.-27 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. **Value of Work-** Rs. 24,11,280.00. Bid Submission end date: **26.03.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIT No.:03 of 2024-25

Online Tender has been invited from bonafide agencies for 48 nos. Various work under Basirhat Municipality. **Offline Start Date: 11.03.2025 at 9.00 am. Closing Date: 21.03.2025 upto 12.30 PM.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

ABRIDGE TENDER NOTICE
NIT NO.-WBIW/EE/CID/SNIT-31/2024-25.

Executive Engineer, **Contai Irrigation Division**. invites Offline Short notice inviting tender for 01 (One) No. Source of Fund **SDS/MAINTENANCE** works in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender **Rs. 10,32,000.00** Requisite information is available in the web site **www.wbiwd.gov.in.** and also in Contai (I) Division' s office notice board. Last date of application on **17.03.2025 up to 12:00 Hrs.**

(Sd/-K. Mandal)
Executive Engineer
Contai irrigation Division. (I & W Dte.)
Contai, Purba Medinipur.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি-র অধীন ৩ (তিনটি) কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক) পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৫.০৩.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৯৫(৩)/২৪-২৫
০৭.০৩.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender 3rd Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-25/2024-25, Sl. 1-3, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-26/2024-25, Sl. 1 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-27/2024-25, Sl. 1-3, Date-10.03.2025. Bid Submission Start Date : **11.03.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **18.03.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **20.03.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201

Notice Inviting e-Tender

e-tender has been invited by the undersigned for **05(five) nos.** schemes bearing **NIeT No.- 12/SU/2024-25, Office Memo No: 190/PS, dt: 10.03.2025 (Tender ID no: 2025_ZPHD_825607_1 to 5)**, for construction of submersible pump and masonary drain under 15th CFC. Online bid submission commences on and from **10.03.2025 at 6:00 PM** till **18.03.2025 at 4:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 61/WS/Eng/25 Dt. 18-02-25

Bid Submission period: 18.03.24 instead of 07.03.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 185(2nd Call), 259(2nd Call), 261(2nd Call) and NIeT- 333 to 342/2024-2025 Dated- 10-03-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Coochbehar, North 24 Parganas, Purulia, Purba Medinipur, Jhargram, Nadia and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **11-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **18-03-2025 and 25-03-2025 upto 3.00 pm**

Date: 10.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: -07/15th. FC/K-II GP/2024-25 & 08/15th. FC/K-II GP/2024-25** With Vide Memo No. **41(8)/K-II GP & 42(8)/K-II GP Dated: - 07-03-2025,** The Last date for online submission of tender is **17/03/2025 Upto 11.00 A.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Kedarchandpur-II GP

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/052(e)/2024-25, Date: 10.03.25
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number (as per requirement) of skilled Driver & unskilled labour for operate the conservancy vehicle for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive. (ward no. 10-19)

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/053(e)/2024-25, Date: 10.03.25
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number (as per requirement) of skilled Driver & unskilled labour for operate the conservancy vehicle for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive. (ward no. 20-24)

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/054(e)/2024-25, Date: 10.03.25
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number (as per requirement) of skilled Driver & unskilled labour for road cleaning & road sweeping waste collection.

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/055(e)/2024-25, Date: 10.03.25
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of skilled driver & unskilled labour for distribution of water tank & refuse cart/trailer. Documents download start date & Bid submission start date- **11.03.2025.** Bid Submission Closing Date- **24.03.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার ● ১১ মার্চ ২০২৫ ● পেজ ৮

অলিম্পিয়াডে সোনা জয়ের রেকর্ড, ক্যারাটে-ছবি আঁকাতেও সাফল্য, উৎকর্ষের নজির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল গঙ্গারামপুরের পড়ুয়ারা

শিক্ষা হোক বা ক্রীড়া-সাংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রেই সাফল্যের নজির রেখে চলেছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল গঙ্গারামপুরের পড়ুয়ারা। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল করেছে। ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী জিতেছে স্বর্ণপদক। কলকাতা ট্যালেন্ট সার্চ স্কুল প্রতিযোগিতায় অঙ্কন বিভাগে প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল গঙ্গারামপুরের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। ক্যারাটে প্রতিযোগিতাতেও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর সাফল্য স্কুলকে গর্বিত করেছে।

একনজরে পড়ুয়াদের সাফল্যেরই খতিয়ান

- টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল গঙ্গারামপুরের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় চমৎকার রেজাল্ট করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অলিম্পিয়াড পরীক্ষার বিভিন্ন বিভাগে ১৯টি স্বর্ণপদক জিতেছে।
- প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী আদ্রিকা সিংহ গত ১৪ অক্টোবর দমদমা অমলবন্ধু বিদ্যানিকেতনে 'কলকাতা ট্যালেন্ট সার্চ স্কুল' কর্তৃক আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে।
- গত ২২ ডিসেম্বর কলকাতায় AISSKA আয়োজিত পঞ্চম ওপেন স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী স্বাগতা গাঙ্গুলি প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুলের গঙ্গারামপুর শাখাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর গঙ্গারামপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত। স্কুলটিতে শিক্ষার্থীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সজ্জিত লোখাপড়ার ব্যবস্থা যেমন রয়েছে, তেমনই আছে সুসজ্জিত লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞান ল্যাব, অডিও ভিজ্যুয়াল ক্লাস-রুম, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, ক্যান্টিন।

শুধু লেখাপড়াই নয়, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই স্কুলে শিক্ষার্থীদের সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ, যেমন- নাচ, গান, যোগব্যায়াম, খেলাধুলা, সাঁতার, শিল্প ও কারুশিল্পের পাশাপাশি কুইজ, বিতর্ক, বক্তৃতা, এক্সটেম্পোর, ফটোগ্রাফি, সাংবাদিকতা-সহ নানা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

টেকনো গ্রুপের স্কুলগুলিতে প্রতিটি পড়ুয়াকেকে 'মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা' সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা হয়। 'বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' এবং 'সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা'র উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'সামাজিক দায়িত্ববোধ' বিকশের জন্য স্কুলের নজর রয়েছে।

পড়ুয়াদের বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করানোর পাশাপাশি সামজিক দায়বদ্ধতা বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে কম্বল বিতরণও করানো হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম সুযোগ প্রদানের জন্য একদল নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মী সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। এই স্কুলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল একটি শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করা, যার মাধ্যমে শিশুটির জ্ঞানের ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

দেশে একটি অনন্য অত্যাধুনিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা এবং নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞান ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব তৈরি করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

অনুবাদক নেওয়া হবে কলকাতা হাইকোর্টে, আবেদন করুন

রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। দেশের ঐতিহ্যবাহী আদালত কলকাতা হাই কোর্টে অনুবাদকের চাকরির সুযোগ আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হবে ৪টি শূন্যপদে অনুবাদক পদে নিয়োগ করা হবে। ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে রায়ের কপি। পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক চাকরি। ১৮ মার্চের মধ্যে আবেদন করতে হবে। বিশদ তথ্যের জন্য নজর রাখতে হবে কলকাতা হাই কোর্টের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (www.calcuttahighcourt.gov.in) এর দিকে।

চাকরির বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, অনুবাদক হিসাবে মাসে বেতন মিলবে ৫০ হাজার টাকা করে। পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হবে। যে কোনো স্বীকৃত পর্ষদ থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। বাংলা মাতৃভাষা হতে হবে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকতে হবে। টাইপিংয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৬৫ বছরের মধ্যে।

কীভাবে করবেন আবেদন

১৮ মার্চ বিকেল পৌনে ৫টার মধ্যে সাদা লিগাল পেপারে হাতে লিখে অথবা টাইপ করে আবেদনপত্র, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সমেত সিলবন্দি খামে ভরে সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়----

"Registrar SRecruitment & ManagementV
High Court– Appellate side– Calcutta– New Administrative Block– High Court– Calcutta
New Secretariat Building– BlockéôéB– 6th Floor
1– Kiran Shankar Ray Road– B.B.D Bag– Kolkataéôé700001"

বাছাই করা চাকরিপ্রার্থীদের ডাকযোগে জানানো হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনের তারিখ, ঠিকানা ও সময়।

খুব তাড়াতাড়ি কয়েক হাজার পদে নিয়োগ করতে চলেছে এনবিসিএফডিএম-এ আবেদন করুন

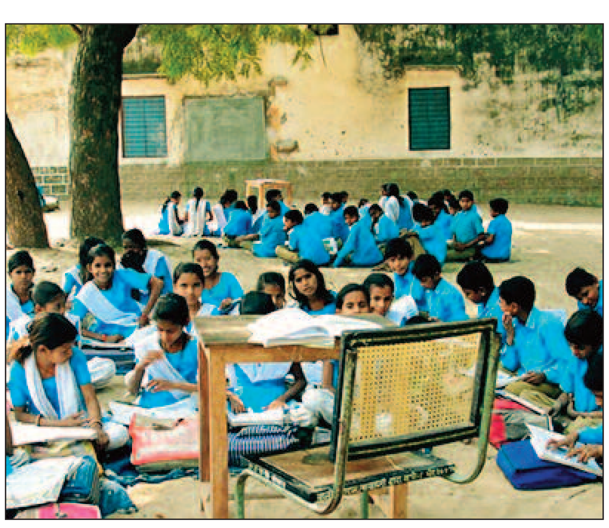

জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি অর্থ ও উন্নয়ন মিশন বা ন্যাশনাল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন (এনবিসিএফডিএম)-র তে নিয়োগ হতে চলেছে। ১৫ মার্চ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলি এনবিসিএফডিএম-র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলায় নিয়োগ করা হবে কর্মী। আবেদন করতে এনবিসিএফডিএম-র ওয়েবসাইটে গিয়ে 'হোমপেজ' থেকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি পাবেন। মোট শূন্যপদ রয়েছে ৯৮৫০টি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার পদে ১৪৪ জন আবেদন করতে পারবেন। অ্যাকাউন্ট অফিসার পদে ১৬৬ জনকে নিয়োগ করা হবে। ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসারদের প্রতি মাসে বেতন দেওয়া হবে ৩৬,৭৬০ টাকা। অ্যাকাউন্ট অফিসারদের প্রতি মাসে ২৭ হাজার ৪৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে। ২৩১ জন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ হবেন। ৩০ হাজার ৭৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে। ৪৩৬ জন ডেটা ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে। বেতন হবে ২৮ হাজার ৩৫০টাকা। ফিল্ড ডেটা কালেক্টর পদে ৯৯৬ জনকে নিয়োগ করা হবে। প্রতি মাসে ২৫ হাজার ৬৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে। ১৪৪৪ জন ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ হবেন। মাল্টি টাস্কিং অফিসার নিয়োগ করা হবে ১২৫৮টি শূন্যপদে। ১৭৭৪ জন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ করা হবে। যাঁদের বেতন হবে ২৩ হাজার ২৫০ টাকা। ১৮৬৫টি শূন্যপদে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা হবে। তাঁদের বেতনও ২৩ হাজার ২৫০ টাকা। ট্রেনিং ফেসিলিটেটর পদে ১৫৬৬ জনকে নিয়োগ করা হবে। প্রতি মাসে ২২ হাজার ৭৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটারের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

টাকা না দিয়েও নেটফ্লিক্সে সিরিজ দেখুন

প্রতিমাসে হোক বা তিন মাস অন্তর, ফোনে রিচার্জ করতে বেশ অনেক টাকাই ব্যয় হয়। তারপরে আবার OTT প্ল্যাটফর্মের সাবস্ক্রিপশন তো আলাদা করে আছেই। আর এই সব কিছু নিয়ে প্রচুর টাকা খরচ হয়। কিন্তু আপনি যদি সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই নেটফ্লিক্সে ওয়েব সিরিজ, শো এবং সিনেমা দেখতে পান, তাহলে কেমন হবে? শুনেই চমকে গেলেন তো? ভাবছেন এমনটা আবার সম্ভব নাকি? আসলে আপনাকে এমন একটি রিচার্জ প্ল্যান সম্পর্কে জানানো হবে, যাতে আপনি Netflix-এ সমস্ত কনটেন্ট দেখতে পাবেন, তাও আবার কোনও সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই।

এই সস্তা প্রিপেইড প্ল্যানের দাম কত?

রিলায়েন্স জিও (Jio)-র এমন একটি সস্তা প্রিপেইড প্ল্যান রয়েছে, যাতে একবার রিচার্জ করলেই নেটফ্লিক্স সাবস্ক্রিপশনের সুবিধা পাবেন। কিন্তু আলাদা করে আর রিচার্জ করতে হবে না Netflix-এর জন্য। Reliance Jio-এর এই প্রিপেড প্ল্যানের দাম ১০৯৯ টাকা, যাতে আপনি ৮৪ দিনের বৈধতা পেয়ে যাবেন। এই প্ল্যান রিচার্জে আপনি প্রতিদিন ২ জিবি ডেটা পাবেন। এছাড়াও এই প্ল্যানটিতে আপনি আনলিমিটেড কলিং পাবেন।

কী কী সুবিধা পাবেন এতে?

রিলায়েন্স জিওর এই ৮৪ দিনের রিচার্জ করলে, আপনি ৮৪ দিনের জন্য Netflix সাবস্ক্রিপশন পাবেন। এতে, আপনি আপনার মোবাইল এবং ট্যাবলেটে অ্যাপের মাধ্যমে বিনামূল্যে নেটফ্লিক্সে ওয়েব সিরিজ, শো এবং সিনেমা দেখতে পারেন। এই প্ল্যানটি শুধুমাত্র Netflix-এর জন্য নয়, JioTV– JioCinema এবং JioCloud-এর মতো Jio অ্যাপগুলিতে অ্যাক্সেসও দেওয়া হবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন, বার বার আলাদাভাবে রিচার্জ করার আর ঝামেলা থাকল না।

পৃথিবী কি পুরুষ-শূন্য হয়ে যাবে? আশঙ্কার কথা শোনাল গবেষণা

কন্যাভ্রূণ হত্যার কথা প্রায়ই শোনা যায়। পুত্রসন্তানের জন্ম না দেওয়ায় মহিলার উপর নির্যাতনের খবরও সামনে আসে। কিন্তু, বিজ্ঞান বলছে, সন্তান পুত্র না কন্যা হবে, তা নির্ভর করে তার পিতার ক্রোমোজোমের উপর। পুরুষের ওয়াই ক্রোমোজোমের সাহায্যেই একজন নারী পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেন। কিন্তু, সেই ওয়াই ক্রোমোজোমই যদি ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়? তাহলে কি আর পৃথিবীতে পুরুষের অস্তিত্ব থাকবে? এক গবেষণায় ওয়াই ক্রোমোজোম নিয়ে এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন গবেষকরা।

মানুষের দেহে প্রতি কোষে একজোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। নারীর দেহে দুটোই এক্স ক্রোমোজোম। আর পুরুষের দেহে একটি এক্স ও অপরটি ওয়াই ক্রোমোজোম। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, যে ডিম্বাণুর নিষেক ঘটে, সেটি এক্স ক্রোমোজোম বহনকারী না ওয়াই ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করে মেয়ে না ছেলে হবে।

প্রসেডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে ওয়াই ক্রোমোজোমের সংকোচন নিয়ে। বছর দুয়েক আগের ওই গবেষণাপত্র বলছে, মানুষের ওয়াই ক্রোমোজোম ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে হতে একসময় হারিয়ে যেতে পারে ওয়াই ক্রোমোজোম।

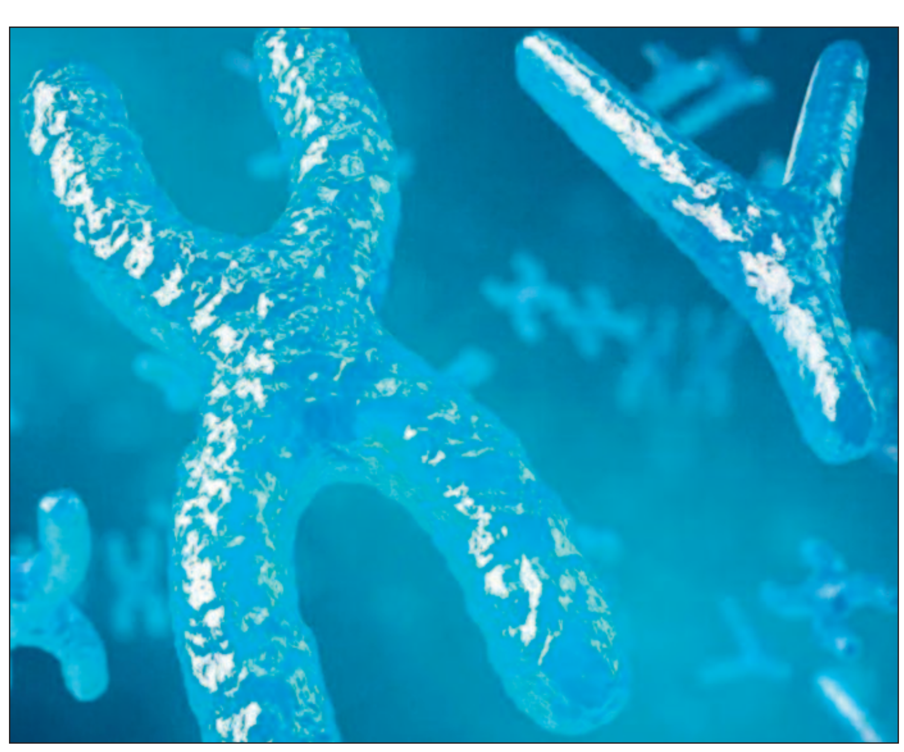

প্রফেসর জেনি গ্রেভস বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, অস্ট্রেলিয়ার স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাটিপাসকে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ডু একটি সাধারণ জোড় ক্রোমোজোম। যাতে সমান জিন রয়েছে। এখন মানুষের এক্স ক্রোমোজোমে প্রায় ৯০০টি জিন রয়েছে। আর ওয়াই-তে ৫৫টি জিন ও প্রচুর নন-কোডিং ডিএনএ রয়েছে। যার অর্থ, বিগত ১৬৬ মিলিয়ন বছরে ওয়াই ক্রোমোজমের বাকি জিনগুলি নষ্ট হয়েছে। প্রতি মিলিয়ন (১০ লক্ষ) বছরে প্রায় ৫টি জিন নষ্ট হয়েছে। এইভাবে চলতে থাকলে শেষ ৫৫টি জিন ১১ মিলিয়ন (১১০ লক্ষ) বছরে শেষ হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীতে হয়তো শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম হবে।

তাহলে কি পৃথিবী থেকে পুরুষের অস্তিত্ব মুছে যাবে?

নতুন আশার আলো দেখালেন প্রফেসর গ্রেভস। তিনি বলেন, গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তখন নতুন লিঙ্গ নির্ধারণ জিন উদ্ভাবন হতে পারে। তবে বিষয়টি ততটা সহজ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। নতুন লিঙ্গ নির্ধারণকারী জিনের বিবর্তনের সঙ্গে ঝুঁকিও আসে। যদি পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তে আলাদা আলাদা বিবর্তন হয়, তখন কী হবে? নিজেই প্রশ্ন তুললেন প্রফেসর গ্রেভস। ফলে আজ থেকে ১১০ লক্ষ বছর পর, পৃথিবীতে কেউ যদি আসেন, হয়তো মানুষের চিহ্ন খুঁজে পাবেন না। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মানুষ দেখতে পাবেন।